وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا

৮৩। ওয়া ইযা- সামি'উ মা~উন্যিলা ইলার্ রাসূলি তারা~আ'ইউনাহুম তাফীদু মিনাদ্ দাম্'ই মিম্মা-

(৮৩) আর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যখন তারা তা শোনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا

'আরাফূ মিনাল্ হাক্কি, ইয়াকূলূনা রাব্বানা~আ-মান্না- ফাক্তুব্না- মা'আশ্ শা-হিদীন। ৮৪। ওয়ামা- লানা-

তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সত্যায়নকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৮৪) আর আমাদের

لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ

লা-নু'মিনু বিল্লা-হি ওয়ামা- জা—আনা- মিনাল্ হাক্কি ওয়া নাত্মা'উ আই ইউদ্খিলানা- রাব্বুনা- মা'আল্

কি আপত্তি থাকতে পারে যে, আমরা ঈমান আনব না আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার প্রতি, অথচ আমরা আশা করব যে, আমাদের প্রতিপালক

الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ক্বাওমিস্ব্ স্বা-লিহীন। ৮৫। ফাআছা-বাহুমুল্লা-হু বিমা- ক্বা-লূ জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল

আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেন? (৮৫) আল্লাহ তাদের এ কথার জন্য তাদেরকে প্রতিদান দিবেন এমন জান্নাত, যার তলদেশে

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ

আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- ; ওয়া যা-লিকা জ্বাযা—উল মুহ্সিনীন। ৮৬। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়া

নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর নেককারদের প্রতিদান এটাই। (৮৬) আর যারা কুফরী করেছে এবং

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা~উলা—ইকা আস্হা-বুল জ্বাহীম। ৮৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। (৮৭) হে মুমিনগণ! তোমরা হারাম কর না সেসব

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

লা-তুহার্রিমূ ত্বাইয়্যিবা-তি মা~আহ্ল্লাল্লা-হু লাকুম ওয়ালা- তা'তাদূ ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইউহ্ব্বুল

উৎকৃষ্ট বস্তু যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর তোমরা সীমালংঘন কর না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে

الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

মু'তাদীন। ৮৮। ওয়াকুলূ মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু হালা-লান ত্বাইয়্যিবাওঁ ওয়াত্তাক্বুল্লা-হাল্ লাযী~

ভালবাসেন না। (৮৮) আর তোমরা খাও সেসব বস্তু থেকে যা আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

○ শানে নুযুল (আঃ ৮৩) ঃ واذا سمعوا..... ঃ এ আয়াতগুলো নাজ্জাশীর সে প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যাদেরকে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহর (স) বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। যখন তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহর (স) সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁর পবিত্র কণ্ঠে কুরআন শুনল, তখন তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল এবং অঝোরে কাঁদতে লাগল। অতঃপর তারা নাজ্জাশীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে সকল তথ্য খুলে বলল। (তাঃ ইবনে কাছীর) ○ টীকা (আঃ ৮৭) ঃ তিরমিযী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গোশত আহার করলে নারীদের প্রতি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং আমার মধ্যে যৌন লিপ্সার আকাঙ্খাটি খুব প্রকট রূপ ধারণ করে, এ কারণে আমি গোশত ভক্ষণ করা নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি, তখন আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن

আন্তুম বিহী মু'মিনূন। ৮৯। লা-ইউআ-খিযুকুমুল্লা-হু বিল্ লাগ্ওয়ি ফী~আইমা-নিকুম ওয়ালা-কিই

যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (৮৯) আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক কসমের জন্য দায়ী করবেন না। কিন্তু দায়ী করবেন সে

يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ

ইউআ-খিযুকুম্ বিমা-'আক্কাত্তুমুল্ আইমা-ন, ফাকাফ্ফা-রাতুহূ~ইত্'আ-মু 'আশারাতি মাসা-কীনা

কসমের জন্য যা তোমরা দৃঢ়ভাবে কর। অতএব এর কাফ্ফারা– দশজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া মধ্যম ধরনের, যা তোমরা নিজ

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ

মিন্ আওসাত্বি মা- তুত্ব'ইমূনা আহলীকুম আও কিস্ওয়াতুহুম আও তাহ্রীরু রাক্বাবাহ ; ফামাল্ লাম

পরিবারের লোকদের খেতে দাও। অথবা, তাদেরকে কাপড় প্রদান অথবা একজন গোলাম আজাদ করা। আর যার সামর্থ্য হবে না

يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا

ইয়াজ্বিদ্ ফাস্বিয়া-মু ছালা-ছাতি আইয়্যা-ম ; যা-লিকা কাফ্ফা-রাতু আইমা-নিকুম ইযা- হ্বালাফ্তুম ; ওয়াহ্ফাযূ~

তার জন্য তিনদিন রোজা রাখা। এটাই তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম করে বসবে। আর তোমরা তোমাদের কসম রক্ষা করবে।

أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

আইমা-নাকুম ; কাযা-লিকা ইউবাইয়িনুল্লা-হু লাকুম আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৯০। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা

এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৯০) হে

ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ

আ-মানূ~ইন্নামাল্ খাম্রু ওয়াল্ মাইসিরু ওয়াল্ আন্স্বা-বু ওয়াল্ আয্লা-মু রিজ্সুম্ মিন 'আমালিশ্ শাইত্বা-নি

মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো অপবিত্র শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন কর।

فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

ফাজ্তানিবূহু লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন। ৯১। ইন্নামা- ইউরীদুশ্ শাইত্বা-নু আই ইউক্বি'আ বাইনাকুমুল

যাতে তোমরা সফল হতে পার। (৯১) শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও

ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ

'আদা-ওয়াতা ওয়াল্ বাগ্দ্বা—আ ফিল্ খাম্রি ওয়াল মাইসিরি ওয়া ইয়াস্দ্দাকুম 'আন্ যিক্রিল্লা-হি ওয়া 'আনিস্ স্বালা-হ্,

বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির এবং নামায থেকে বিরত রাখতে। অতএব এখনো

○ শানে নুযূল (আঃ ৯০) ঃ انما الخمر والميسر..... ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দু' দল আনসারের মধ্যে হাতাহাতির কারণে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। তারা উভয় দল একত্রে অতিরিক্ত মদপান করে হুঁশ হারিয়ে ফেলে এবং উত্তেজিত হয়ে উঠে। ফলে এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই আঘাত প্রাপ্ত হয়। তারা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর এ ঘটনা নিয়ে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ইবনে কাছীর) **○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ** খেজুর বা আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের রসকে পচায়ে 'নেশাদার' করলে তা নাপাক এবং হারাম। আর যাকে না পচায়ে 'নেশাদার' করা হয় তা হারাম; কিন্তু নাপাক নয়। জুয়া সর্বাবস্থায়ই হারাম। (মুঃ কোঃ)

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ

ফাহাল্ আন্তুম্ মুন্‌তাহূন। ৯২। ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া আত্বী'উর্ রাসূলা ওয়াহ্‌যারূ, ফাইন্

কি তোমরা বিরত হবে না? (৯২) আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান হও। এরপর যদি ফিরে

تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

তাওয়াল্লাইতুম ফা'লামূ~আন্নামা- 'আলা- রাসূলিনাল বালা-গুল মুবীন। ৯৩। লাইসা 'আলাল্ লাযীনা আ-মানূ

যাও তবে জেনে রেখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া। (৯৩) যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তারা যা

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি জুনা-হুন্ ফীমা- ত্বা'ইমূ~ইযা- মাত্‌তাক্বাও ওয়া আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি

(পূর্বে) আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের কোন পাপ নেই, যখন তারা সাবধান হয়েছে এবং ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে।

ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا ১২ ع ৭ ২ রুকূ

ছুম্মাত্তাক্বাও ওয়া আ-মানূ ছুম্মাত্তাক্বাও ওয়া আহ্বসানূ; ওয়াল্লা-হু ইউহিব্বুল মুহ্বসিনীন। ৯৪। ইয়া~আইয়ুহাল্

অতঃপর সাবধান হয় এবং ঈমান আনে, আবার সাবধান হয় এবং নেক কাজ করে। আল্লাহ পূন্যবানদের ভালবাসেন। (৯৪) হে

الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ

লাযীনা আ-মানূ লাইয়াব্‌লুওয়ান্নাকুমুল্লা-হু বিশাইইম্ মিনাস্বস্বাইদি তানা-লুহূ~আইদীকুম

মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন শিকার দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন যে পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা

وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

ওয়া রিমা-হুকুম লিইয়া'লামাল্লা-হু মাইঁ ইয়াখা-ফুহূ বিল্‌গাইব, ফামানি'তাদা- বা'দা যা-লিকা

পৌছতে পারবে। যাতে আল্লাহ জানতে পারেন, কে অদৃশ্যভাবে তাকে ভয় করে। সুতরাং যে এরপরও সীমালংঘন করবে

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ

ফালাহূ 'আযা-বুন আলীম। ৯৫। ইয়া~আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্বতুলুস্বস্বাইদা ওয়া আন্তুম হুরুম;

তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯৫) হে মুমিনগণ! তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারী (জন্তু) হত্যা করো না।

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ

ওয়া মান্ ক্বাতালাহূ মিন্‌কুম্ মুতা'আম্মিদান্ ফাজ্বাযা—উম্ মিছ্‌লু মা-ক্বাতালা মিনান্ না'আমি ইয়াহ্বকুমু বিহী

আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাপূর্বক তা হত্যা করবে, তার বিনিময় হচ্ছে, অনুরূপ জন্তু যেরূপ সে হত্যা করেছে। যা তোমাদের

○ শানে নুযূল (আঃ ৯৩) ঃ পূর্বোক্ত আয়াত দ্বারা মদ্যপান ও জুয়া হারাম হয়ে গেলে কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে অনেক লোকই মদ্যপায়ী ছিলেন, জুয়ালব্ধ মালও ভক্ষণ করতেন। এই হারাম মাল পেটে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। অতঃপর এইগুলি হারাম হয়েছে। তাদের কি অবস্থা হবে? এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটির সারমর্ম এই যে, হারাম হওয়ার পূর্বে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কোন পাপ নেই। (বঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৯৫) ঃ হোদায়বিয়ার বছর হুযূর (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাঁর ও সঙ্গীয় সাহাবারে কেরামের এহ্‌রামের অবস্থায় পথিমধ্যে দলে দলে শিকারের জন্তু এসে তাদের পাশ ঘেঁসিয়ে চলত। এহ্‌রামের অবস্থায় থাকাবশতঃ তারা শিকার করতে পারতেন না। এ সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ

যাওয়া- 'আদ্লিম মিন্কুম হাদ্ইয়াম্ বা-লিগাল কা'বাতি আও কাফ্ফা-রাতুন্ ত্বা'আ-মু মাসা-কীনা আও 'আদ্লু যা-লিকা

মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক ফয়সালা করবে। যা কুরবানী স্বরূপ কা'বাতে পৌছিয়ে দিবে বা তার কাফ্ফারা হবে মিসকীনকে খাদ্য দান বা সমসংখ্যক রোযা

صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ

স্বিয়া-মাল্ লিয়াযূক্বা ওয়া বা-লা আম্রিহ ; 'আফাল্লা-হু 'আম্মা- সালাফ ; ওয়ামান 'আ-দা ফাইয়ান্তাক্বিমুল্লা-হু মিন্হ ;

রাখা। যেন সে নিজ কৃতকর্মের পরিণামে স্বাদ ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যে কেউ তা পুনরায় করবে, আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ

ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ যুন্তিক্বা-ম। ৯৬। উহিল্লা লাকুম স্বাইদুল বাহ্রি ওয়া ত্বা'আ-মুহূ মাতা-'আল লাকুম

আর আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের এবং ভ্রমণকারীদের

وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ

ওয়া লিস্সাইয়া-রাহ্, ওয়া হুররিমা 'আলাইকুম স্বাইদুল বার্রি মা- দুমতুম হুরুমা- ; ওয়াত্তাকুল্লা-হাল্লাযী~

উপভোগের জন্য। আর যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ স্থলভাগের শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ

ইলাইহি তুহ্শারূন। ৯৭। জ্বা'আলাল্লা-হুল কা'বাতাল্ বাইতাল হারা-মা ক্বিয়া-মাল লিন্না-সি ওয়াশ্ শাহ্রাল

যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৯৭) পবিত্র গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের জন্য নিরাপদস্থল বানিয়েছেন এবং অনুরূপ সম্মানিত মাসগুলো এবং কা'বায়

الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

হারা-মা ওয়াল হাদ্ইয়া ওয়াল ক্বালা—ইদ; যা-লিকা লিতা'লামূ~আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি

প্রেরিত জীবগুলো এবং গলায় মালা দেয়া পশুগুলোকেও মানুষের কল্যাণের জন্য সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা এ কারণে যে, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আসমান

وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

ওয়ামা- ফিল্ আর্দ্বি ওয়া আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইইন 'আলীম। ৯৮। ই'লামূ~আন্নাল্লা-হা শাদীদুল

ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ অবগত এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

'ইক্বা-বি ওয়া আন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ৯৯। মা- 'আলার্ রাসূলি ইল্লাল বালা-গ ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু

কঠিন শাস্তি দাতা এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) রাসূলের কর্তব্য শুধু পৌছিয়ে দেয়া। আর যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা

مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝ قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ

মা- তুব্দূনা ওয়ামা- তাক্তুমূন। ১০০। কুল্ লা- ইয়াসতাবীল খাবীছু ওয়াত্ত্বাইয়্যিবু ওয়ালাও আ'জ্বাবাকা

তোমরা গোপন কর সবই আল্লাহ জানেন। (১০০) আপনি বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র এক নয়। যদিও অপবিত্রের আধিক্য আপনাকে

كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾ يٰٓاَيُّهَا ১৩ ع ৭ ৩ রুকূ

কাছ্রাতুল খাবীছ, ফাত্তাকুল্লা-হা ইয়া~উলিল আল্বা-বি লা'আল্লাকুম তুফ্লিহূন। ১০১। ইয়া~আইয়্যুহাল্

অবাক করে। অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (১০১) হে মুমিনগণ!

الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْئَلُوا

লাযীনা আ-মানূ লা-তাস্আলূ 'আন্ আশইয়া—আ ইন তুব্দা লাকুম তাসু'কুম, ওয়া ইন্ তাসআলূ

তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যদি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়; তবে তোমাদের দুঃখের কারণ হবে। আর যদি তোমরা

عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

'আনহা- হ্বীনা ইউনায্যালুল ক্বুরআ-নু তুব্দা লাকুম ; আফাল্লা-হু 'আন্হা-; ওয়াল্লা-হু গাফূরুন হ্বালীম।

কুরআন অবতীর্ণের সময় সে সব বিষয় প্রশ্ন কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ অতীতের সবপ্রশ্ন ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ

১০২। ক্বাদ্ সাআলাহা- ক্বাওমুম মিন্ ক্বাব্লিকুম ছুম্মা আস্বাহূ বিহা- কা-ফিরীন। ১০৩। মা- জ্বা'আলাল্লা-হু

(১০২) তোমাদের পূর্বেও এক সম্প্রদায় এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। অতঃপর তারা তা প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে গিয়েছিল। (১০৩) আল্লাহ

مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَاۤئِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

মিম্ বাহীরাতিওঁ ওয়ালা- সা—ইবাতিওঁ ওয়ালা- ওয়াস্বীলাতিওঁ ওয়ালা- হ্বা-মিওঁ ওয়ালা-কিন্নাল্ লাযীনা কাফারূ

বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হামকে বৈধ করেন নি। কিন্তু যারা কাফির তারা

يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিব ; ওয়া আক্ছারুহুম লা-ইয়া'ক্বিলূন। ১০৪। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম তা'আ-লাও

আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তারা অধিকাংশই নির্বোধ। (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ

اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا ۗ

ইলা- মা~আন্যালাল্লা-হু ওয়া ইলার্ রাসূলি ক্বা-লূ হ্বাস্বুনা- মা-ওয়াজ্বাদ্না- 'আলাইহি আ-বা—আনা-;

যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার দিকে আস এবং রাসূলের দিকে। তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি।

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۤؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا

আওয়ালাও কা-না আ-বা—উহুম লা-ইয়া'লামূনা শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়াহ্তাদূন। ১০৫। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ

তবুও কি যথেষ্ট হবে, যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনই জ্ঞান না থাকে এবং তারা হেদায়াত প্রাপ্তও না হয়? (১০৫) হে মুমিনগণ!

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৩) ঃ ....بحيرة ولاسائبة - 'বাহীরা' সাইবা, ওসীলা ও হাম ঃ বাহীরা ঃ 'বাহীরা' সে গৃহপালিত জন্তুকে বলা হয়- দেবতা ভেবে যার দুধ দোহন করা হয় না এবং যার দুধ কেউ পান করে না। সায়ীবা ঃ 'সায়ীবা' বলা হয় সে গৃহপালিত জন্তুকে যাকে দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয় এবং যার পিঠে মালা-মাল বহন করা হয় না। পরন্তু যাকে সওয়ারী হিসেবেও ব্যবহার করা হয় না। ওসীলা ঃ 'ওসীলা' বলে সে উষ্ট্রিকে যে উষ্ট্রী প্রথমবার একটি বলদ বাচ্চা প্রসব করার পর, পরপর দু'বার গাভী বাচ্চা প্রসব করে। অতঃপর তাকেও দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয়। হাম ঃ 'হাম' বলা হয় সে পুরুষ উষ্ট্রিকে, যার ঔরসে বহু বাচ্চা প্রসব করবার পর যখন ঔরসজাত উষ্ট্রী সংখ্যায় বহু হয়ে যায় তখন তাকে অব্যহতি দেয়া হয়, তা দ্বারা কোন প্রকার কাজ করানো হয় না। অবশেষে তাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেয়া হয়। (তাঃ ইবনে কাছীর)

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

'আলাইকুম আন্‌ফুসাকুম, লা-ইয়াদ্বুর্‌রুকুম মান্ দ্বাল্লা ইযাহ্‌তাদাইতুম ; ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম

তোমাদের আত্মসংশোধনের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। যখন তোমরা সঠিক পথে চলছ তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই

جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ

জ্বামী'আন্ ফাইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুন্‌তুম তা'মালূন। ১০৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্‌লাযীনা আ-মানূ শাহা-দাতু বাইনিকুম

তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে। (১০৬) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কারো

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ

ইযা- হ্বাদ্বারা আহ্বাদাকুমুল মাওতু হ্বীনাল ওয়াস্বিইয়্যাতিছ্ না-নি যাওয়া- 'আদ্‌লিম্ মিন্‌কুম আও আ-খারা-নি

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের রাখ দু'জন ন্যায় পরায়ন লোককে থেকে সাক্ষী। অথবা তোমাদের

مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ

মিন্ গাইরিকুম ইন্ আন্‌তুম দ্বারাব্‌তুম ফিল্ আর্‌দ্বি ফাআস্বা-বাত্‌কুম্ মুস্বীবাতুল মাওত ;

ছাড়া অন্যদের থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং সে অবস্থায় মৃত্যুরূপে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয়।

تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا

তাহ্‌বিসূনাহুমা- মিম্ বা'দিস্ব স্বালা-তি ফাইউক্বসিমা-নি বিল্লা-হি ইনির তাব্‌তুম লা-নাশ্‌তারী বিহী ছামানাওঁ

যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে সালাতের পর পর্যন্ত তাদের দু'জনকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা দু'জন আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "আমরা এ শপথের

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ

ওয়ালাও কা-না যা- কুরবা- ওয়ালা-নাকতুমু শাহা-দাতাল্লা-হি ইন্না~ইযাল্ লামিনাল আ-ছিমীন। ১০৭। ফাইন্ উছিরা

বিনিময় কোন মূল্য গ্রহণ করব না, যদিও সে নিকট আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। করলে আমরা অবশ্যই গুনাহগারের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৭) অতঃপর

عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ

'আলা~আন্নাহুমাস্ তাহ্বাক্বক্বা~ইছ্‌মান্ ফাআ-খারা-নি ইয়াক্বূমা-নি মাক্বা-মাহুমা-মিনাল্লাযীনাস্ তাহ্বাক্বক্বা

যদি প্রকাশ পায় যে, তারা উভয়েই অপরাধে লিপ্ত রয়েছে। তবে যাদের সাথে অপরাধ করেছে,তাদের নিকটতম আত্মীয় থেকে দু'জন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে,

عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۖ

'আলাইহিমুল আওলাইয়া-নি ফাইউক্বসিমা-নি বিল্লা-হি লাশাহা-দাতুনা~আহ্বাক্কু মিন্ শাহা-দাতিহিমা- ওয়া মা'তাদাইনা~

তারা আল্লাহর শপথ করে বলবে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের চেয়ে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি; যদি করি তবে,

○ শানে নুযূল (আঃ ১০৬) ঃ বনী সহম গোত্রের একজন মুসলমান তামীম দারী ও আদী ইবনে বারা (পরে মুসলমান হয়)-এর সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেল। পথিমধ্যে সহমী মুসলমানটি পীড়িত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে সঙ্গী খ্রিষ্টানদ্বয়কে ওছিয়ত করে গেল যে, আমার পরিত্যক্ত বস্তুগুলি আমার ওয়ারিসদের নিকট পৌছিয়ে দিও। পরিত্যক্ত বস্তুগুলির মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পাত্রই ছিল মূল্যবান। তারা দেশে এসে উক্ত পাত্রটি ভিন্ন আর সমস্ত দ্রব্যই ওয়ারিসদের নিকট পৌছিয়ে দিল। ওয়ারিসরা এই পেয়ালাটির সংবাদ জানত। তফ্‌সীরে মাদারেকে আছে, মৃত ব্যক্তির মালের সাথে একটি তালিকা ছিল। তারা তা মিলিয়ে পেয়ালা পেল না। জিজ্ঞাসা করা হলে বলল, অন্য কোন দ্রব্যই সে দেয় নি। পরিশেষে হুযূর(সা)-এর সমীপে মোকদ্দমা পেশ করা হল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَنْ يَّأْتُوا بِالشَّهٰدَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ

ইন্না~ইযাল্ লামিনায্ যা-লিমীন। ১০৮। যা-লিকা আদ্না~আই ইয়া'তূ বিশ্ শাহা-দাতি 'আলা- ওয়াজ্হিহা~

নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৮) এটাই এ বিষয়ের নিকটতম পদ্ধতি যে, তারা সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

أَوْ يَخَافُوٓا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمٰنِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللّٰهُ

আও ইয়াখা-ফূ~আন্ তুরাদ্দা আইমা-নুম্ বা'দা আইমা-নিহিম; ওয়াত্তাক্বুল্লা-হা ওয়াস্মা'উ ; ওয়াল্লা-হু

বা ভয় করবে যে, শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ ১৪ ع ৪ রুকূ

লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমাল ফা-সিক্বীন। ১০৯। ইয়াওমা ইয়াজ্মা'উল্লা-হুর্ রুসুলা ফাইয়াক্বূলু মা-যা~উজিব্তুম ;

সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৯) যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্রিত করবেন অতঃপর বলবেন, তোমরা (উম্মতের থেকে) কি জবাব পেয়েছিলে?

قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلّٰمُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ

ক্বা-লূ লা-'ইল্মা লানা-; ইন্নাকা আন্তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব্। ১১০। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্না

তাঁরা বলবেন, আমাদের তো এ বিষয় কোনই জ্ঞান নেই, নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (১১০) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! আমার

مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلٰى وٰلِدَتِكَ ۘ إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ قف

মারইয়ামায্কুর নি'মাতী 'আলাইকা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাতিক। ইয্ আইইয়াদ্তুকা বিরূহিল কুদুস,

অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর– যা তোমাকে এবং তোমার মাতাকে প্রদান করা হয়েছে। যখন আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং তুমি

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ ৭ ওয়াক্ফে লাযেম

তুকাল্লিমুন্ না-সা ফিল্ মাহ্দি ওয়া কাহ্লা-, ওয়া ইয্ 'আল্লাম্তুকাল কিতা-বা ওয়াল হিক্মাতা ওয়াত্তাওরা-তা

দোলনায় (শিশু) থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সেও। (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম কিতাব, তত্ত্বজ্ঞান, তাওরাত

وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنْفُخُ فِيهَا

ওয়াল্ ইন্জীল, ওয়াইয্ তাখলুক্বু মিনাত্বত্বীনি কাহাইআতিত্ব ত্বাইরি বিইয্নী ফাতান্ফুখু ফীহা-

ও ইনজীল। আর যখন তুমি আমার নির্দেশে কাদা দিয়ে পাখী সদৃশ আকৃতি তৈরী করতে ছিলে। অতঃপর তুমি তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে আমার

فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ

ফাতাকূনু ত্বাইরাম্ বিইয্নী ওয়াতুব্রিউল আক্মাহা ওয়াল্ আব্রাস্বা বিইয্নী, ওয়া ইয্ তুখ্রিজুল

নির্দেশে তা পাখী হয়ে যেত। আর তুমি আমার নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দিতে। আর তুমি আমার নির্দেশে মৃতদেরকে

✪ টীকা (আঃ ১১০) ঃ وعلى والدتك - মায়ের প্রাপ্ত অনুগ্রহ, হযরত ঈসাকে (আ) এ জন্য স্মরণ করায়ে দিয়েছেন যে, মূলের প্রতি প্রদর্শিত অনুগ্রহ প্রকারান্তরে শাখার প্রতিও অনুগ্রহ। অর্থাৎ, তুমি এরূপ মূলের শাখা যা পবিত্র। (তাঃ আশরাফী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১০) ঃ روح القدس ঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা জীবরাঈলকে (আ) বুঝানো হয়েছে। حوارى ঃ হাওয়ারী অর্থ– ঈসার (আ) অনুসারীগণ। (তাঃ ইবনে কাছীর) ✪ টীকা (আঃ ১১০) ঃ "কেতাব" শব্দের অর্থ কোন কোন ভাষ্যকার "লিখন" গ্রহণ করেছেন। তদনুসারেই আমরা অনুবাদ করেছি। আর কোন কোন ভাষ্যকার "কেতাব" অর্থে সমুদয় আসমানী গ্রন্থ বলে মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এগুলোর বিশেষ করে নাম নেয়া এদের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যেরই জন্য।

الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

মাওতা- বিইযনী, ওয়া ইয্ কাফাফতু বানী~ইস্রা—ঈলা 'আন্কা ইয্ জি'তাহুম্ বিল বাইয়্যিনা-তি

জীবিত করতে। আর (স্মরণ কর) যখন আমি বনী ঈসরাইলদেরকে তোমার (হত্যা) থেকে বিরত রেখেছিলাম। যখন তুমি তাদের কাছে সু-স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে

فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١١﴾ وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى

ফাক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ মিনহুম ইন্ হা-যা~ইল্লা- সিহ্রুম্ মুবীন। ১১১। ওয়া ইয্ আওহাইতু ইলাল

উপস্থিত হয়েছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কাফির তারা বলেছিল যে, এসব সু-স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি প্রত্যাদেশ

الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١٢﴾

হাওয়া-রিইয়্যীনা আন্ আ-মিনূ বী ওয়া বিরাসূলী, ক্বা-লূ~আ-মান্না- ওয়াশ্হাদ্ বিআন্নানা- মুস্লিমূন।

করলাম যে, তোমরা তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

﴿١١٢﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ

১১২। ইয্ ক্বা-লাল হাওয়া-রিয়্যূনা ইয়া-'ঈসাব্না মারইয়ামা হাল্ ইয়াস্তাত্বী'উ রাব্বুকা আইঁ ইউনায্যিলা

(১১২) স্মরণ কর, যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি সামর্থ্য রাখেন যে, আমাদের জন্য

عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۭ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالُوْا

'আলাইনা- মা—ইদাতাম্ মিনাস্ সামা—ই ; ক্বা-লাত্তাকুল্লা-হা ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন। ১১৩। ক্বা-লূ

খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা আসমান থেকে অবতীর্ণ করবেন? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। (১১৩) তারা বলল,

نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ

নুরীদু আন্ না'কুলা মিন্হা- ওয়া তাত্বমাইন্না কুলূবুনা- ওয়া না'লামা আন্ ক্বাদ্ স্বাদাক্বতানা- ওয়া নাকূনা

আমরা ইচ্ছা করি যে, তা থেকে কিছু আহার করব এবং আমাদের আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে পারব যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ এবং আমরা

عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا

'আলাইহা- মিনাশ্ শা-হিদীন। ১১৪। ক্বা-লা 'ঈসাবূনু মার্ইয়ামাল্ লা-হুম্মা রাব্বানা~আন্যিল্ 'আলাইনা-

এর উপর সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাব। (১১৪) মরইয়াম পুত্র ঈসা বললেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ

مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا

মা—ইদাতাম্ মিনাস্ সামা—ই তাকূনু লানা- 'ঈদাল লিআওয়্যালিনা- ওয়া আ-খিরিনা- ওয়া আ-ইয়াতাম্ মিন্ক, ওয়ার্যুক্না-

কর। যেন এটা আমাদের ও আমাদের পূর্বের ও পরবর্তী সকলের জন্য খুশীর বিষয় হবে এবং এটা আপনার তরফ থেকে নিদর্শন হবে। আর আমাদেরকে রিযিক

وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

ওয়া আন্তা খাইরুর রা-যিক্বীন। ১১৫। ক্বা-লাল্লা-হু ইন্নী মুনায্যিলুহা- 'আলাইকুম, ফামাইঁ ইয়াক্ফুর বা'দু মিন্কুম

দান করুন আপনি তো সর্বোত্তম রিযিক দাতা। (১১৫) আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তা অবতীর্ণ করব। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে

فَإِنِّىٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ ১৫ ع ৭ ৫ রুকূ

ফাইন্নী~উ'আয্যিবুহূ 'আযা-বাল্ লা~উ 'আয্যিবুহূ~আহ্বাদাম্ মিনাল 'আ-লামীন। ১১৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্না

কুফরী করবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি এ বিশ্বজগতে আর কাউকে দিব না। (১১৬) আর স্মরণ কর! যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম

مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ

মারইয়ামা আআন্তা কুল্তা লিন্না-সিত্তাখিযূনী ওয়া উম্মিয়া ইলা-হাইনি মিন্ দূনিল্লা-হ ;

পুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ কর ?

قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ

ক্বা-লা সুব্হা-নাকা মা-ইয়াকূনু লী~আন্ আকূলা মা- লাইসা লী বিহাক্বক্ব ; ইন্ কুন্তু

ঈসা বলবেন, আপনি তো (শিরক হতে) পবিত্র। এমন কথা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়, যা বলার অধিকার আমার নেই। যদি আমি সেগুলো বলতাম,

قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ

কুল্তুহূ ফাক্বাদ্ 'আলিম্তাহ ; তা'লামু মা- ফী নাফ্সী ওয়ালা~আ'লামু মা-ফী নাফ্সিক ; ইন্নাকা

তবে নিশ্চয়ই তা আপনি জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন। কিন্তু আপনার অন্তরে (জ্ঞানে) যা আছে তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য

أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٧﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ

আন্তা 'আল্লা-মুলগুয়ূব্। ১১৭। মা- কুল্তু লাহুম ইল্লা- মা~আমার্তানী বিহী~আনি'বুদুল্লা-হা

বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। (১১৭) আপনি আমাকে যে বিষয় বলতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা হল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত

رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ

রাব্বী ওয়া রাব্বাকুম, ওয়া কুন্তু 'আলাইহিম শাহীদাম্ মা- দুম্তু ফীহিম, ফালাম্মা- তাওয়াফ্ফাইতানী কুন্তা

কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক এবং আর যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে

أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٨﴾ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ

আন্তার্ রাক্বীবা 'আলাইহিম ; ওয়া আন্তা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ। ১১৮। ইন্ তু'আয্যিব্হুম ফাইন্নাহুম

উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষক এবং আপনি তো সব বিষয়ে সাক্ষী। (১১৮) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দান করেন; তবে তারা

عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١١٩﴾ قَالَ ٱللَّهُ

'ইবা-দুক, ওয়া ইন্ তাগ্ফির লাহুম ফাইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল হাকীম। ১১৯। ক্বা-লাল্লা-হু

আপনারই তো বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয় আপনি মহা শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। (১১৯) আল্লাহ বলবেন,

○ টীকা (আঃ ১১৬) ঃ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শুধু মসীহ ও 'পবিত্র আত্মা'কেই খোদা বানিয়ে খ্রিষ্টানগণ ক্ষান্ত হয়নি, এছাড়া তারা মসীহর সম্মানীয়া জননী মারইয়ামকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। মসীহ (আ)-এর উর্ধারোহণের পর প্রথম তিনশ' বছর পর্যন্ত খ্রিষ্টান জগত এ ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শেষাংশে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন ধর্মীয় পন্ডিত প্রথম বারের মত হযরত মারইয়ামকে 'খোদার মাতা' এই আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গীর্জাতে মারইয়াম পূজা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

হা-যা- ইয়াওমু ইয়ানফা'উস্ব স্বা-দিক্বীনা স্বিদ্কুহুম ; লাহুম জান্না-তুন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল আনহা-রু

এটা সেদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ○

খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা-; রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্হুম ওয়া রাদ্বূ 'আন্হ ; যা-লিকাল ফাওযুল 'আযীম।

তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা।

১৬ ع ৭ ৬ রুকূ ﴿١٢٠﴾ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ ○

১২০। লিল্লা-হি মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা-ফীহিন্ন ; ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

(১২০) আল্লাহরই একমাত্র রাজত্ব আসমান ও যমীনে এবং এর মধ্যে যা বিদ্যমান সব কিছুর। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ওয়াক্বফুন্ নবী (সাঃ)

সূরা আন্‌'আম মক্কী	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৬৫ রুকূ ঃ ২০

① اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوۡرَ ۬ؕ

১। আলহামদু লিল্লা-হিল্ লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়া জ্বা'আলায্ যুলুমা-তি ওয়ান্ নূর ;
(১) সকল প্রশংসা সে মহান আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর অন্ধকার ও আলোর আবির্ভাব ঘটায়েছেন। এর পরও

ثُمَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُوۡنَ ② هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ طِیۡنٍ

ছুম্মাল্‌লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলূন। ২। হুওয়াল্ লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ ত্বীনিন্
কাফিরেরা তাদের প্রতিপালকের সমতুল্য সাব্যস্ত করে। (২) তিনি এমন মহান সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন।

ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّی عِنۡدَهٗ ثُمَّ اَنۡتُمۡ تَمۡتَرُوۡنَ ③ وَ هُوَ اللّٰهُ فِی

ছুম্মা ক্বাদ্বা~আজ্বালা- ; ওয়া আজ্বালুম্ মুসাম্মান 'ইন্দাহূ ছুম্মা আন্তুম তাম্‌তারূন। ৩। ওয়া হুওয়াল্লা-হু ফিস্
অতঃপর একটি সময় (মৃত্যুর জন্য) নির্দিষ্ট করেছেন। আর একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা আল্লাহরই কাছে রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ কর? (৩) তিনিই একমাত্র

السَّمٰوٰتِ وَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ یَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَ جَهۡرَكُمۡ وَ یَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُوۡنَ ○

সামা-ওয়া-তি ওয়া ফিল্ আর্দ্ব ; ইয়া'লামু সির্‌রাকুম ওয়া জ্বাহ্‌রাকুম ওয়া ইয়া'লামু মা-তাকসিবূন।
মা'বুদ আসমান ও যমীনে। তিনি জানেন তোমাদের সব গোপন ও বাহ্যিক বিষয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর।

○ টীকা (আঃ ১) ঃ নামকরণ ঃ সূরা আনআম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরায়ে আনআম মক্কায় একরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তার চারদিকে সত্তর হাজার ফিরিশতা ঘিরেছিলেন এবং তারা তাসবীহ পাঠ করছিলেন।

○ টীকা (আঃ ২) ঃ قضى اجلا و اجل مسمى ঃ ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, قضى اجلا দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে এবং اجل مسمى দ্বারা পরকালকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বলেন, قضى اجلا দ্বারা ভূমিষ্ঠ হওয়া হতে মৃত্যু অবধি পূর্ণ আয়ুষ্কাল বুঝানো হয়েছে এবং اجل مسمى দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ ইবনে কাছীর)

٤ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

৪। ওয়ামা- তা'তীহিম মিন্ আ-ইয়াতিম্ মিন আ-ইয়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা- কা-নূ 'আন্হা- মু'রিদ্বীন।
(৪) তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে এমন কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসেনি যা থেকে তারা উপেক্ষা করিনি।

٥ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

৫। ফাক্বাদ কায্যাবূ বিল্ হাক্বক্বি লাম্মা- জা—আহুম ; ফাসাওফা ইয়া'তীহিম আম্বা—উ মা- কা-নূ বিহী
(৫) অবশ্য তারা সত্যকে অবিশ্বাস করেছে যখনই তা তাদের কাছে এসেছে। সুতরাং খুব শীঘ্রই তাদের কাছে খবর পৌঁছবে, যে বিষয়ে তারা

يَسْتَهْزِئُونَ ٦ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

ইয়াস্তাহ্যিউন। ৬। আলাম ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না- মিন্ ক্বাবলিহিম্ মিন্ ক্বারনিম্ মাক্কান্না-হুম ফিল্ আর্দ্বি
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (৬) তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি? যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম

مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ

মা-লাম নুমাক্কিল্ লাকুম ওয়া আরসালনাস্ সামা—আ 'আলাইহিম মিদ্রা-রা-, ওয়া জ্বা'আলনাল আন্হা-রা
যেরূপ তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি এবং তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর আমি তাদের তলদেশে নহরসমূহ

تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহিম ফাআহ্লাকনা-হুম্ বিযুনূবিহিম ওয়া আন্শা'না- মিম্ বা'দিহিম ক্বারনান আ-খারীন।
প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ

৭। ওয়ালাও নায্যালনা- 'আলাইকা কিতা-বান্ ফী ক্বির্ত্বা-সিন্ ফালামাসূহু বিআইদীহিম লাক্বা-লাল্ লাযীনা
(৭) আর যদি আমি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কোন বাণী অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা যদি তাদের হাত দ্বারা তা স্পর্শও করতো তথাপিও কাফিররা

كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ

কাফারূ~ইন্ হা-যা~ইল্লা- সিহ্রুম্ মুবীন। ৮। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা~উন্যিলা 'আলাইহি মালাক ; ওয়ালাওঁ
বলত যে, এটা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়। (৮) এবং তারা বলে যে, তাঁর নিকট কেন ফিরিশতা প্রেরণ করা হয়নি? যদি আমি কোন ফিরিশতা প্রেরণ

أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

আন্যাল্না- মালাকাল্ লাক্বুদ্বিয়াল আম্রু ছুম্মা লা-ইউন্যারূন। ৯। ওয়া লাও জ্বা'আল্না-হু মালাকাল্ লাজ্বা'আলনা-হু রাজুলাওঁ
করতাম, তবে সকল কাজেরই ফয়সালা হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে কোনই সুযোগ দেয়া হত না। (৯) আর যদি আমি তাকে ফিরিশতা হিসেবে নির্ধারণ করতাম, তবে

وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ

ওয়া লালাবাস্না- 'আলাইহিম্ মা- ইয়ালবিসূন। ১০। ওয়া লাক্বাদিস্ তুহ্যিয়া বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বাবলিকা ফাহ্বা-ক্বা
আমি তাকে মানুষ রূপেই প্রেরণ করতাম এবং তাদেরকে সে সন্দেহে ফেলতাম, যে সন্দেহে তারা এখন রয়েছে (১০) নিশ্চয় উপহাস করা হতো আপনার পূর্বে রাসূলদের

১ ع ৪০ ৭ রুকূ

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

বিল্ লাযীনা সাখিরূ মিন্হুম্ মা- কানূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ১১। কুল্ সীরূ ফিল্ আরদ্বি

সাথেও। অবশেষে যা নিয়ে তারা উপহাস করেছিল, সেটাই উপহাসকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে। (১১) আপনি বলুন, পৃথিবীতে তোমরা ভ্রমণ কর।

ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

ছুম্মানযুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্যিবীন। ১২। কুল্ লিমাম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি

অতঃপর দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। (১২) আপনি বলুন, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা কার (অধিকারে)?

وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

ওয়াল্ আরদ্ব ; কুল্ লিল্লা-হ ; কাতাবা 'আলা- নাফ্সিহির রাহ্মাহ ; লাইয়াজ্মা'আন্নাকুম ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি

আপনি বলুন, সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই (অধিকারে)। তিনি অনুগ্রহ করাকে নিজ কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন

لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ

লা-রাইবা ফীহ ; আল্লাযীনা খাসিরূ~আন্ফুসাহুম ফাহুম লা-ইউ'মিনূন। ১৩। ওয়া লাহূ মা-সাকানা

একত্রিত করবেন, যেদিন সংঘটিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। (১৩) এবং যা

فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٤﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ

ফিল্ লাইলি ওয়ান্নাহা-র ; ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১৪। কুল্ আগাইরাল্লা-হি আত্তাখিযু ওয়ালিইয়্যান ফা-ত্বিরিস্

রাত ও দিনে যা ঘটে তা আল্লাহরই জন্য এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৪) আপনি বলুন, আমি কি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া হুওয়া ইউত্ব'ইমু ওয়ালা-ইউত্ব'আম ; কুল ইন্নী~উমিরতু আন্ আকূনা

অভিভাবক (মা'বুদ) হিসেবে গ্রহণ করব? তিনিই আহার দান করেন অথচ তাঁকে কেউ আহার করায় না। আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন সর্বাগ্রে

أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

আওয়্যালা মান্ আস্লামা ওয়া লা- তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন। ১৫। কুল ইন্নী~আখা-ফু ইন্

আমিই ইসলাম গ্রহণ করি এবং (আরও বলা হয়েছে যে,) আপনি কখনো মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৫) আপনি বলুন, যদি আমি আমার

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٦﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ

'আস্বাইতু রাব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৬। মাই ইউস্রাফ 'আন্হু ইয়াওমাইযিন্ ফাক্বাদ্ রাহিমাহ ;

প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহাদিনের শাস্তির ভয় করি। (১৬) সেদিন যাকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হবে, তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করলেন,

وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ

ওয়া যা-লিকাল ফাওযুল মুবীন। ১৭। ওয়া ইঁইয়াম্সাস্ কাল্লা-হু বিদ্বুররিন্ ফালা- কা-শিফা লাহূ~ইল্লা- হু ;

আর এটাই সু-স্পষ্ট সফলতা। (১৭) আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুঃখ-কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই।

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ

ওয়া ইইঁয়াম্সাস্কা বিখাইরিন্ ফাহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১৮। ওয়া হুয়াল্ ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহ ;
আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তিনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবন। (১৮) আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রভাবশালী,

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۟ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ

ওয়া হুয়াল হাকীমুল খাবীর। ১৯। কুল আইয়্যু শাইয়িন্ আকবারু শাহা-দাহ ; কুলিল্লা-হু শাহীদুম্ বাইনী
তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (১৯) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কোন বস্তু সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী

وَبَيْنَكُمْ ۟ وَأُوْحِىَ إِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ أَئِنَّكُمْ

ওয়া বাইনাকুম, ওয়া উহ্ইয়া ইলাইইয়া হা-যাল্ কুর্আ-নু লিউন্যিরাকুম্ বিহী ওয়া মাম্ বালাগ ; আইন্নাকুম
এবং আমার প্রতি এ কুরআন ওহী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে যেন এ কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌঁছবে সকলকে আমি সাবধান করি। তোমরা কি

لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى ؕ قُلْ لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ

লাতাশ্হাদূনা আন্না মা'আল্লা-হি আ-লিহাতান উখ্রা-; কুল লা~আশ্হাদ, কুল ইন্নামা- হুওয়া ইলা-হুঁও ওয়া-হিদুঁও
এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদও আছে? আপনি বলে দিন, আমি সে সাক্ষ্য দেইনা। আপনি বলুন, তিনি তো একক মা'বুদ,

وَّإِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ

ওয়া ইন্নানী বারী—উম্ মিম্মা- তুশ্রিকূন। ২০। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ইয়া'রিফূনাহূ
এবং আমি তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করা হতে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা রাসূলকে এমনিভাবে চেনে

كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

কামা- ইয়া'রিফূনা আব্না—আহুম। আল্লাযীনা খাসিরূ~আন্ফুসাহুম ফাহুম লা-ইউ'মিনূন।
যেমনিভাবে চেনে তাদের সন্তানদেরকে। যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারা ঈমান আনবে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। ওয়া মান্ আয্লামু মিম্ মানিফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ ; ইন্নাহূ লা-ইউফ্লিহুয্ যা-লিমূন।
(২১) আর তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে। অত্যাচারীগণ কখনই সফলকাম হবে না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْٓا أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ﴿٢٢﴾

২২। ওয়া ইয়াওমা নাহ্শুরুহুম জামী'আন্ ছুম্মা নাকূলু লিল্ লাযীনা আশ্রাকূ~আইনা শুরাকা—উকুমুল্
(২২) আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলব~ কোথায় তোমাদের সে শরীকগণ,

الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا

লাযীনা কুন্তুম তায্'উমূন। ২৩। ছুম্মা লাম্ তাকুন্ ফিত্নাতুহুম ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ ওয়াল্লা-হি রাব্বিনা-
যাদেরকে তোমরা মা'বুদ বলে ধারণা করতে? (২৩) অতঃপর তাদের কাছে এ ছাড়া আর কোন অজুহাত থাকবে না যে, তারা বলবে- আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ!

৭ ওয়াক্বফে লাযেম ৭ ওয়াক্বফে লাযেম ৭ ২ ع ২০ ৮ রুকু

مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٤﴾ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا

মা- কুন্না- মুশ্‌রিকীন। ২৪। উন্‌যুর্ কাইফা কাযাবূ 'আলা ~আন্‌ফুসিহিম ওয়া দ্বাল্লা 'আন্‌হুম্ মা- কা-নূ

আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখ, কিভাবে তারা নিজেদের উপর নিজেরা মিথ্যা আরোপ করেছে, আর তারা যে মিথ্যা রচনা করত তা তাদের থেকে অদৃশ্য

يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ

ইয়াফ্‌তাবূন। ২৫। ওয়া মিন্‌হুম মাঁই ইয়াস্‌তামি'উ ইলাইক, ওয়া জ্বা'আল্‌না- 'আলা- কুলূবিহিম আকিন্নাতান আঁই ইয়াফ্‌কাহূহু

হয়ে গেছে। (২৫) তাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি যেন তারা তা

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ

ওয়া ফী~আ-যা-নিহিম ওয়াক্‌রা -; ওয়া ইঁইইয়ারাও কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইউ'মিনূ বিহা-; হ্বাত্তা~ইযা- জ্বা—উকা

বুঝতে না পারে এবং তাদের কর্ণ ভার করে দিয়েছি। আর যদি তারা সকল নিদর্শনাবলীও প্রত্যক্ষ করে, তবুও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

ইউজ্বা-দিলূনাকা ইয়াকূলুল্ লাযীনা কাফারূ~ইন্ হা-যা~ইল্লা~আসা-ত্বীরুল আওয়্যালীন।

এমনকি তারা যখন আপনার কাছে এসে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন এ কাফিরগণ বলে যে, এটাতো সেকালের রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। ওয়া হুম ইয়ান্‌হাওনা 'আন্‌হু ওয়া ইয়ান্‌আওনা 'আন্‌হ, ওয়া ইইঁ ইউহ্‌লিকূনা ইল্লা~আন্‌ফুসাহুম ওয়ামা- ইয়াশ্‌'উরূন।

(২৬) তারা এর থেকে অন্যকে নিষেধ করে এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে এবং তারা নিজেরাই কেবল নিজদেরকে ধ্বংস করে। অথচ তারা তা কিছুই বুঝে না।

﴿٢٧﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا

২৭। ওয়ালাও তারা~ইয্ উক্বিফূ 'আলান্ না-রি ফাক্বা-লূ ইয়া-লাইতানা- নুরাদ্দু ওয়ালা- নুকাযযিবা বিআ-ইয়া-তি রাব্বিনা-

(২৭) আর যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন তাদেরকে দোযখের কাছে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে- 'হায়! যদি আমাদেরকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা হতো, তবে স্বীয় প্রতিপালকের

وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ

ওয়া নাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন। ২৮। বাল্ বাদা-লাহুম্ মা- কা-নূ ইউখ্‌ফূনা মিন্ ক্বাব্‌ল ; ওয়া লাও

আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।' (২৮) তবে তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেছে যেসব বিষয় পূর্বে তারা গোপন করতো। যদি তাদেরকে

رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

রুদ্দূ লা'আ-দূ লিমা- নুহূ 'আন্‌হু ওয়া ইন্নাহুম লাকা-যিবূন। ২৯। ওয়া ক্বা-লূ~ইন্ হিয়া ইল্লা- হ্বাইয়া-তুনাদ্

পুনরায় প্রত্যাবর্তন করাও হত, তবুও তারা সে কাজই করত যা তাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) আর তারা বলে-আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া

الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ

দুন্‌ইয়া- ওয়া মা- নাহ্‌নু বিমাব্‌'উছীন। ৩০। ওয়া লাও তারা~ইয্ উক্বিফূ 'আলা- রাব্বিহিম ; ক্বা-লা

আর অন্য কোন জীবন নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিতও হব না। (৩০) আর আপনি যদি তাদের দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে

أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ

আলাইসা হা-যা- বিল্‌হাক্কি ; ক্বা-লূ বালা- ওয়া রাব্বিনা ; ক্বা-লা ফাযূকুল আযা-বা বিমা- কুনতুম
এবং তিনি বলবেন, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, হ্যাঁ এটা সত্য। আল্লাহ বলবেন, তোমরা শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর, তোমরা যে

تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ ع ৩ ৯ রুকূ

তাক্‌ফুরূন। ৩১। ক্বাদ্ খাসিরাল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিলিক্বা—ইল্লা-হ ; হাত্তা~ইযা- জ্বা—আত্‌হুমুস্
কুফরী করতে তার জন্য। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর দর্শন লাভকে মিথ্যা বলেছে। অবশেষে যখন তাদের কাছে কিয়ামত

السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

সা-'আতু বাগ্‌তাতান্ ক্বা-লূ ইয়া-হাস্‌রাতানা- 'আলা- মা- ফাররাত্বনা- ফীহা- ওয়া হুম ইয়াহ্‌মিলূনা আওযা-রাহুম
আকস্মিকভাবে উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমরা যে, এর প্রতি অবহেলা করেছি। আর তারা তাদের পিঠে তাদের গুনাহের বোঝা

عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ

'আলা- যুহূরিহিম ; আলা- সা—আ মা-ইয়াযিরূন। ৩২। ওয়া মাল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া ~ইল্লা- লা'ইবুঁও ওয়া লাহ্‌উ ;
বহন করবে। জেনে রেখ, তারা যা বহন করবে তা অতি মন্দ। (৩২) আর পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ও কৌতুকানন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ

ওয়া লাদ্দা-রুল আ-খিরাতু খাইরুল লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকূন ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ৩৩। ক্বাদ না'লামু ইন্নাহূ
আর পরহেযগারদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম। তোমরা কি বুঝনা? (৩৩) অবশ্যই আমি জানি যে, তাদের কথা

لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ

লাইয়াহ্‌যুনুকাল্ লাযী ইয়াক্বূলূনা ফাইন্নাহুম লা- ইউকায্‌যিবূনাকা ওয়ালা-কিন্নায্ যা-লিমীনা বিআ-ইয়া-তি
আপনাকে বিষণ্ণ করে। বস্তুতঃ তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এ অত্যাচারীরা আল্লাহর আয়াতগুলোকেই

اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا

ল্লা-হি ইয়াজ্বহাদূন। ৩৪। ওয়া লাক্বাদ্ কুয্‌যিবাত রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা ফাস্বাবারূ 'আলা- মা- কুয্‌যিবূ
অস্বীকার করছে। (৩৪) এবং আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তাদের

✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ وهم يحملون اوزارهم...... ঃ (তারা তাদের পিঠে তাদের গুনাহের বোঝা বহন করবে) যখন কোন পাপিষ্ঠ জালিম কবরে প্রবেশ করে তখন তার নিকট অত্যন্ত বিশ্রী একটি অবয়ব উপস্থিত হয়। তার গায়ের রং কালো, শরীর দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিধেয় বস্ত্র পুঁতি গন্ধযুক্ত। সে যখন প্রকাশিত হয়ে তার নিকট অবস্থান নিতে থাকবে তখন তাকে দেখে লোকটি জিজ্ঞাসা করবে, তোমার চেহারা এত বিশ্রী কেন? সে বলবে আমার চেহারা তোমার পার্থিব কর্মকান্ডের প্রতিকৃতি। লোকটি জিজ্ঞাসা করবে, তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ কেন? সে বলবে, এটা তোমার পার্থিব কর্মকান্ডের দুর্গন্ধ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করবে, তোমার পরিধেয় বস্ত্র এত নোংড়া কেন? সে বলবে, আমি তোমার পার্থিব আমলের প্রতিকৃতি। অতঃপর সে বলবে, আমি তোমার সাথে তোমার কবরে অবস্থান করব। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তাকে উত্থাপিত করা হবে, তখন সে বলবে, পৃথিবীতে তোমাকে আমি স্বাদ ও সম্ভোগরূপে দীর্ঘদিন বহন করেছি। আজ তুমি আমাকে বহন করে চল। পরিশেষে তার বদ আমলের অস্তিত্ব তার পিঠের উপর সওয়ার হয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। (তাঃ ইবনে কাছীর) ✪ টীকা (আঃ ৩২) ঃ পার্থিব জীবনকেই খেলাধুলার বস্তু বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং যে সমস্ত কার্যকলাপ পরকালের উদ্দেশ্যে নয় এবং সহায়কও নয়, শুধু সেগুলোকেই খেলাধুলার বস্তু বলা হয়েছে।

✪ শানে নুযূল (আঃ ৩৩) ঃ এক দিন আবু জাহ্‌ল হুযূর (সা)-কে বলল, আমরা অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু আপনি যে ধর্ম ও কিতাব এনেছেন, তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (আস্‌বাবুন্নুযূল)

وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ

ওয়া উযূ হাত্তা~আতা-হুম নাস্‌রুনা-, ওয়ালা- মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিল্লা-হ, ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আকা

প্রতি আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তার উপর তাঁরা ধৈর্যধারণ করছিল। বস্তুতঃ আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আর আপনার নিকট

مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ

মিন্ নাবাইল মুরসালীন। ৩৫। ওয়া ইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকা ই'রা-দুহুম ফাইনিস্ তাত্বা'তা

রাসূলগণের কিছু কাহিনী অবশ্যই এসেছে। (৩৫) যদি তাদের বিমুখতা আপনার জন্য কষ্টকর হয়, তবে যদি আপনার সামর্থ্য থাকে

أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

আন্ তাব্‌তাগিয়া নাফাক্বান ফিল্ আরদ্বি আও সুল্লামান্ ফিস্ সামা—ই ফাতা'তিয়াহুম বিআ-ইয়াহ্ ; ওয়ালাও শা—আল্ লা-হু

যমীনে প্রবেশের কোন সুড়ংগ অথবা আসমানে কোন সিঁড়ি তালাস করতে, অতঃপর তাদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আর যদি

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

লাজ্বামা'আহুম 'আলাল্ হুদা- ফালা- তাকূনান্না মিনাল জ্বা-হিলীন। ৩৬। ইন্নামা- ইয়াস্‌তাজ্বীবুল্ লাযীনা

আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের সকলকে সরল পথে একত্রিত করতে পারতেন। সুতরাং আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৩৬) তারাই সাড়া দেয় যারা

يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ

ইয়াসমা'উন ; ওয়াল্ মাওতা- ইয়াব্'আছুহুমুল্লা-হু ছুম্মা ইলাইহি ইউরজ্বা'উন। ৩৭। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা- নুয্‌যিলা

শ্রবণ করে। আর মৃতদিগকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর কাছেই সকলকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (৩৭) আর তারা বলে, তাঁর উপর তার

عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

'আলাইহি আ-য়াতুম্ মির্ রাব্বিহ্ ; কুল ইন্নাল্লা-হা ক্বা-দিরুন 'আলা~আঁই ইউনায্‌যিলা আ-ইয়াতাও ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম

প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয় না? বলুন, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে খুবই সক্ষম, কিন্তু তাদের

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

লা-ইয়া'লামূন। ৩৮। ওয়া মা- মিন্ দা—ব্বাতিন্ ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা- ত্বা—ইরিঁই ইয়াত্বীরু বিজ্বানা-হাইহি ইল্লা~ উমামুন্

অধিকাংশই তা জানে না। (৩৮) পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব এবং প্রতিটি পাখী যারা নিজ দু' ডানা দ্বারা উড়ে, তারা

أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٥

আম্‌ছা-লুকুম ; মা- ফাররাত্বনা- ফিল কিতা-বি মিন্ শাইয়িন ছুম্মা ইলা- রাব্বিহিম ইউহ্‌শারূন।

তোমাদের মতই একেকটি দল। আমি কিতাবে কোন কিছুই লিখতে ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদের সকলকেই স্বীয় প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে।

﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۗ

৩৯। ওয়াল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ছুম্মুঁও ওয়া বুক্‌মুন্ ফিয্ যুলুমা-ত ; মাঁই ইয়াশা ইল্লা-হু ইউদ্বলিল্‌হু ;

(৩৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা তো অন্ধকারের মধ্যে বধির ও বোবা; আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন,

◐ অর্ধাংশ ঃ ওয়াক্‌ফে গোফ্‌রান ০ ওয়াক্‌ফে মঞ্জিল

وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ

ওয়া মাই ইয়াশা' ইয়াজ্'আল্হু 'আলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম। ৪০। কুল আরাআইতাকুম ইন্ আতা-কুম 'আযা-বুল্

এবং যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ? যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কোন শাস্তি এসে পড়ে

اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ بَلْ

লা-হি আও আতাত্কুমুস্ সা-'আতু আগাইরাল্লা-হি তাদ্'উন, ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৪১। বাল্

অথবা যদি তোমাদের উপর কিয়ামত এসে পৌছে, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৪১) বরং

إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۝ ৪ ع ১১ ১০ রুকূ

ইয়্যা-হু তাদ্'উনা ফাইয়াক্শিফু মা-তাদ্'উনা ইলাইহি ইন্ শা—আ ওয়া তান্সাওনা মা-তুশ্রিকূন।

শুধু তাকেই ডাকবে। অতঃপর যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকবে, ইচ্ছা করলে তিনি তা দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে ভুলে যাবে।

﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

৪২। ওয়া লাক্বাদ আর্সাল্না~ইলা~উমামিম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ফাআখায্না-হুম্ বিলবা'সা—ই ওয়াদ্ব দ্বার্রা—ই লা'আল্লাহুম

(৪২) আর আমি আপনার পূর্বেও বহু উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম,

يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

ইয়াতাদ্বার্রা'উন। ৪৩। ফালাওলা~ইয্ জ্বা—আহুম্ বা'সুনা- তাদ্বার্রা'উ ওয়া লা-কিন্ ক্বাসাত্ কুলূবুহুম

যাতে তারা বিনীত হয়। (৪৩) সুতরাং যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এসে গেল, তখনো কেন তারা বিনম্র হল না? বরং তাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে থাকল,

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا

ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৪৪। ফালাম্মা- নাসূ মা-যুক্কিরূ বিহী ফাতাহ্না-

এবং শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে সুশোভিত করে দেখাল। (৪৪) অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যখন ভুলে গেল তখন তাদের জন্য

عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

'আলাইহিম আব্ওয়া-বা কুল্লি শাইয় ; হাত্তা~ইযা- ফারিহূ বিমা~উতূ~আখায্না-হুম্ বাগ্তাতান

সব বিষয়ের দ্বার খুলে দিলাম। অবশেষে তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়ের উপর যখন তারা খুব খুশী হয়ে পড়ল, তখন আমি তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করলাম।

فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٥﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

ফাইযা-হুম্ মুব্লিসূন। ৪৫। ফাকুত্বি'আ দা-বিরুল ক্বাওমিল্ লাযীনা যালামূ ; ওয়াল হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল

অতঃপর তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। (৪৫) অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের শিকড় কর্তন করা হলো। আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের

الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ

'আ-লামীন। ৪৬। কুল আরাআইতুম্ ইন্ আখাযাল্লা-হু সাম্'আকুম ওয়া আব্স্বা-রাকুম ওয়া খাতামা

প্রতিপালক। (৪৬) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিগুলো ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে

عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

'আলা- কুলূবিকুম মান্ ইলা-হুন গাইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিহ্ ; উন্যুর কাইফা নুস্বার্‌রিফুল আ-ইয়া-তি

মোহর মেরে দেন, তবে কি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন্ মা'বূদ আছে, যে এগুলো ফিরিয়ে দিবে? দেখুন, আমি কিরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি।

ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً

ছুম্মা হুম ইয়াস্বদিফূন। ৪৭। কুল আরাআইতাকুম ইন্ আতা-কুম 'আযা-বুল্লা-হি বাগ্‌তাতান

এরপরও তারা এড়িয়ে চলে। (৪৭) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখনি? যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে

اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا

আও জাহ্‌রাতান হাল্ ইয়ুহলাকু ইল্লাল্ ক্বাওমুয্ যা-লিমূন। ৪৮। ওয়া মা- নুরসিলুল মুরসালীনা ইল্লা-

আকস্মিকভাবে বা প্রকাশ্যভাবে, তবে অত্যাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ কি ধ্বংস হবে? (৪৮) আর আমি রাসূলগণকে শুধু সুসংবাদ প্রদানকারী

مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

মুবাশ্‌শিরীনা ওয়া মুন্‌যিরীন, ফামান্ আ-মানা ওয়া আস্বলাহা ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন।

ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করি। সুতরাং যে ঈমান আনবে ও নিজকে সংশোধন করে নিবে তার জন্য কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾ قُلْ

৪৯। ওয়াল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়ামাস্‌সুহুমুল 'আযা-বু বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌সুকূন। ৫০। কুল্

(৪৯) আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি স্পর্শ করবে এ কারণে যে, তারা দুষ্কর্ম করতো। (৫০) আপনি বলুন,

لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ

লা~আকূলু লাকুম 'ইন্দী খাযা—ইনুল্লা-হি ওয়ালা~আ'লামুল গাইবা ওয়ালা~আকূলু লাকুম

আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আর না আমি অদৃশ্য বিষয় জানি এবং আমি তোমাদের কাছে একথাও বলিনা যে,

اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى

ইন্নী মালাক, ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা- মা- ইউহা ~ইলাইয্য ; কুল হাল ইয়াস্‌তাওয়িল আ'মা-

আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী আসে। আপনি বলুন, দৃষ্টিশক্তিহীন ও দৃষ্টিশক্তিমান ব্যক্তিদ্বয়

وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا

ওয়াল্ বাস্বীর ; আফালা- তাতাফাক্কারূন। ৫১। ওয়া আন্‌যির বিহিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনা আই ইউহ্‌শারূ~

কি সমান হতে পারে? তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (৫১) আর এ (কুরআন) দ্বারা এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা এর ভয় করে যে,

اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

ইলা- রাব্বিহিম লাইসা লাহুম্ মিন্ দূনিহী ওয়ালিয়্যুওঁ ওয়ালা-শাফী'উল্ লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূন।

তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে এমন অবস্থায় একত্রিত করা হবে যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাদের বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না। হয়তো তারা সংযমী হবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ

৫২। ওয়ালা-তাত্বরুদিল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা রাব্বাহুম বিল গাদা-তি ওয়াল 'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা ওয়াজ্হাহ ;

(৫২) আর তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা সকাল ও সন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায় ডাকে।

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

মা- 'আলাইকা মিন্ হ্বিসা-বিহিম্ মিন্ শাইয়িওঁ ওয়া মা- মিন হ্বিসা-বিকা 'আলাইহিম মিন্ শাইয়িন ফাতাত্বরুদাহুম

তাদের হিসাবের (কর্মের) কোন দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার হিসাবের (কর্মের) কোন দায়িত্ব তাদের নয় যে, তাদেরকে আপনি তাড়িয়ে দিবেন। তা করলে

فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ

ফাতাকূনা মিনাজ্ব য্বা-লিমীন। ৫৩। ওয়া কাযা-লিকা ফাতান্না- বা'দ্বাহুম্ বিবা'দ্বিল্ লিইয়াকূলূ~আহা~উলা—ই

আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি তাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেছি। যেন তারা বলে,

مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ وَاِذَا جَآءَكَ

মান্নাল্লা-হু 'আলাইহিম্ মিম্ বাইনিনা-; আলাইসাল্লা-হু বিআ'লামা বিশ্ শা-কিরীন। ৫৪। ওয়া ইযা- জ্বা—আকাল্

আমাদের মধ্য হতে তাদেরই উপর কি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে খুব অবগত নন? (৫৪) যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ

লাযীনা ইউ'মিনূনা বিআ-ইয়া-তিনা- ফাকুল সালা-মুন 'আলাইকুম কাতাবা রাব্বুকুম 'আলা-নাফ্সিহির রাহ্বমাতা

তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন আপনি বলুন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে তাঁর নিজ কর্তব্য বলে নির্ধারণ করে

اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ

আন্নাহূ মান 'আমিলা মিন্কুম সূ—আম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ছুম্মা তা-বা মিম্ বা'দিহী ওয়া আস্বলাহ্বা ফাআন্নাহূ গাফূরুর্

নিয়েছেন। তোমাদের মধ্য হতে যে অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও

رَّحِيْمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٦﴾ قُلْ ع ৬ ১২ রুকূ

রাহ্বীম। ৫৫। ওয়া কাযা-লিকা নুফাস্বস্বিলুল আ-ইয়া-তি ওয়া লিতাস্তাবীনা সাবীলুল্ মুজ্বরিমীন। ৫৬। কুল

পরম দয়ালু। (৫৫) আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যায়। (৫৬) আপনি বলুন,

اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ

ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ ; কুল্ লা~আত্তাবি'উ

আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলুন, আমি তোমাদের ইচ্ছার

اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ

আহ্ওয়া—আকুম ক্বাদ্ দ্বালাল্তু ইযাওঁ ওয়া মা~আনা মিনাল্ মুহ্তাদীন। ৫৭। কুল ইন্নী 'আলা- বাইয়্যিনাতিম্

অনুসরণ করি না, করলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। (৫৭) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি সু-স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি

مِن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

মির্ রাব্বী ওয়া কায্যাবতুম্ বিহ ; মা- 'ইন্দী মা-তাস্তা'জ্বিলূনা বিহ ; ইনিল্ হুকমু ইল্লা-লিল্লা-হ ;
আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। অথচ তোমরা তা মিথ্যা বলছ। তোমরা যা দ্রুত চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। নির্দেশ তো একমাত্র আল্লাহরই।

يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٨﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ

ইয়াকুস্সুল হাক্কা ওয়া হুওয়া খাইরুল ফা-স্বিলীন। ৫৮। কুল্ লাও আন্না 'ইন্দী মা- তাস্তা'জ্বিলূনা বিহী
তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। (৫৮) আপনি বলুন, তোমরা যা দ্রুত চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকতো তবে অবশ্যই

لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٩﴾ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ

লাকুদ্বিয়াল্ আমরু বাইনী ওয়া বাইনাকুম ; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিয্ যা-লিমীন। ৫৯। ওয়া 'ইন্দাহূ মাফা-তিহুল
আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টির ফয়সালাই হয়ে যেত। আল্লাহ অত্যাচারীদের খুব জানেন। (৫৯) আল্লাহর কাছেই রয়েছে

ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن

গাইবি লা-ইয়া'লামুহা~ইল্লা- হুওয় ; ওয়া ইয়া'লামু মা- ফিল্ বাররি ওয়াল্ বাহ্র ; ওয়া মা- তাস্কুতু মিঁও
অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা কেউ জানে না এবং তিনি অবহিত, যা কিছু আছে স্থলে ও সমুদ্রে এবং তাঁর অজান্তে

وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ

ওয়ারাক্বাতিন্ ইল্লা- ইয়া'লামুহা- ওয়ালা- হাব্বাতিন্ ফী যুলুমা-তিল আরদ্বি ওয়ালা-রাত্বিবিঁও ওয়ালা-ইয়া-বিসিন
একটি পাতাও পড়ে না। কোন শস্য কণাও যমীনের অন্ধকারাংশে পতিত হয় না এবং তাজা বা শুকনো এমন কোন বস্তুও নেই, যা সুস্পষ্ট

إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم

ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৬০। ওয়া হুওয়াল্ লাযী ইয়াতাওয়াফ্ ফা-কুম্ বিল্ লাইলি ওয়াইয়া'লামু মা-জ্বারাহ্তুম্
কিতাবে নেই। (৬০) আর তিনিই (আল্লাহ) যিনি রাতে তোমাদেরকে (নিদ্রার মাধ্যমে) মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে যা কিছু কর তা তিনি

بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ

বিন্নাহা-রি ছুম্মা ইয়াব্'আছুকুম ফীহি লিইউক্দ্বা~আজ্বালুম্ মুসাম্মা, ছুম্মা ইলাইহি মার্জ্বি'উকুম ছুম্মা
জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি জাগ্রত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর

৭ ع ১৩ রুকূ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

ইউনাব্বিউকুম্ বিমা- কুনতুম তা'মালূন। ৬১। ওয়া হুওয়াল্ ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহী ওয়া ইউর্সিলু 'আলাইকুম
তোমরা যা কিছু করছিলে তা জানিয়ে দিবেন। (৬১) আর তিনি বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের উপর সংরক্ষক প্রেরণ করেন।

✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ রাসূল (সা) "সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের ভাণ্ডার" শব্দের ব্যাখ্যায় পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত কখন হবে, বৃষ্টি কখন বর্ষিবে, গর্ভিণীর পেটে কি সন্তান আছে, মানুষ আগামী কল্য কি করবে এবং কে কোথায় মরবে। হাদীসে এসেছে যে, গায়েবী ইলমের কোন কোন বিষয় আল্লাহ নবীগণকে ওহী দ্বারা এবং ওলীগণকে এলহাম ও স্বপ্ন দ্বারা জানিয়ে দেন। যেমন, নবীগণ কবরের আযাব, হাশরের আযাব, দোযখের ভয়াবহ অবস্থা এবং বেহেশতের শান্তির বিষয় যা গায়েবী ইলমের অন্তর্ভুক্ত, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ঈসা (আ) মানুষের ঘরে রক্ষিত দ্রব্যসমূহের কথা বলে দিতেন। হযরত ইউসুফ (আ) একজন কয়েদীর মুক্তি পাওয়ার এবং অপরজনের শূলী হওয়ার কথা পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। কোন কোন ওলীরও এরূপ কারামত ছিল যে, ভবিষ্যতের কথা বলে দিতেন। (ইঃ কোঃ)

حَفَظَةً حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

হ্বাফাযাহ ; হাত্তা~ইযা- জা—আ আহ্বাদাকুমুল্ মাওতু তাওয়াফ্ফাত্হু রুসুলুনা- ওয়া হুম লা-ইউফার্‌রিতূন।
অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আমার প্রেরিত (ফিরিশতা)গণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তাঁরা কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।

٦٢ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

৬২। ছুম্মা রুদ্দূ~ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল হ্বাক্ক্বি ; আলা- লাহুল হুকমু, ওয়া হুওয়া আস্‌রা'উল্ হ্বা-সিবীন।
(৬২) অতঃপর তাদেরকে প্রকৃত মালিকের নিকট পৌছান হবে। জেনে রেখো, নির্দেশ একমাত্র তাঁরই। আর তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

٦٣ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ

৬৩। কুল্ মাইঁ ইউনাজ্জীকুম্ মিন্ যুলুমা-তিল বাররি ওয়াল্ বাহ্বরি তাদ'উনাহূ তাদ্বাররু'আওঁ ওয়া খুফ্ইয়াহ,
(৬৩) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন স্থলভাগের এবং সমুদ্রের অন্ধকার থেকে? যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে গোপনে ডাকতে থাক,

لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ٦٤ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ

লাইন্ আন্‌জা-না- মিন্ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্ শা-কিরীন। ৬৪। কুলিল্লা-হু ইউনাজ্জীকুম্
(এ বলে যে,) যদি আমাদেরকে এর থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৬৪) আপনি বলে দিন, আল্লাহই তোমাদেরকে উদ্ধার

مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ٦٥ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ

মিন্‌হা- ওয়া মিন্ কুল্লি কার্‌বিন্ ছুম্মা আন্‌তুম তুশ্‌রিকূন। ৬৫। কুল হুওয়াল ক্বা-দিরু 'আলা~আঁই ইয়াব্'আছা
করেন তা থেকে এবং সকল প্রকার বিপদ থেকে। এরপরও তোমরা শরীক কর। (৬৫) আপনি বলে দিন, তিনি (আল্লাহ) সক্ষম তোমাদের উর্ধ্বদেশ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

'আলাইকুম আযা-বাম্ মিন্ ফাওক্বিকুম আও মিন্ তাহ্বতি আর্‌জুলিকুম আও ইয়াল্‌বিসাকুম শিয়া'আওঁ
অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত

وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ

ওয়া ইউযীক্বা বা'দ্বাকুম্ বা'সা বা'দ্ব ; উন্‌যুর কাইফা নুস্বার্‌রিফুল আ-ইয়া-তি লা'আল্লাহুম
করাতে এবং তোমাদের এক দলকে অপর দলের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করাতে। আপনি দেখুন, আমি কিভাবে বিভিন্নরূপে আয়াতগুলো বর্ণনা করি।

يَفْقَهُوْنَ ٦٦ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○

ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৬৬। ওয়া কায্‌যাবা বিহী ক্বাওমুকা ওয়া হুওয়াল হ্বাক্কু ; কুল্ লাস্‌তু 'আলাইকুম বিওয়াকীল।
যাতে তারা বুঝতে পারে। (৬৬) আর আপনার সম্প্রদায় তো তা মিথ্যা বলেছে, অথচ এটাই সত্য। আপনি বলুন, আমি তোমাদের ব্যবস্থাপক নই।

٦٧ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٦٨ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ

৬৭। লিকুল্লি নাবাইম্ মুস্তাক্বাররুওঁ ওয়াসাওফা তা'লামূন। ৬৮। ওয়া ইযা- রাআইতাল্ লাযীনা ইয়াখূদ্বূনা
(৬৭) প্রত্যেকটি সংবাদের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তো জানতে পারবে। (৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আমার

فِيٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۭ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ

ফী~আ-ইয়া-তিনা- ফাআ'রিদ্ব 'আনহুম হাত্তা- ইয়াখূদ্বূ ফী হাদীছিন গাইরিহ ; ওয়াইম্মা- ইউন্‌সিইয়ান্নাকাশ্‌

আয়াত সম্পর্কে অনর্থক আলোচনা করছে, তখন তাদের থেকে আপনি এড়িয়ে থাকুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়।

الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ٦٩ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ

শাইত্বা-নু ফালা- তাক্ব'উদ্ বা'দায্ যিক্‌রা- মা'আল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ৬৯। ওয়া মা- 'আলাল্লাযীনা

আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পুনরায় অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না। (৬৯) আর মুত্তাকীদের উপর ওদের

يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ٧٠ وَذَرِ الَّذِيْنَ

ইয়াত্তাকূনা মিন্ হিসা-বিহীম্ মিন্ শাইয়িঁও ওয়ালা-কিন্ যিক্‌রা- লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূন। ৭০। ওয়া যারিল্ লাযীনাত্

জবাবদিহিতার কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দেয়া। যাতে ওরাও পরহেযগার হতে পারে। (৭০) আর তাদেরকে বর্জন করুন

اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ

তাখাযূ দীনাহুম লা'ইবাওঁ ওয়া লাহ্‌ওয়াওঁ ওয়া গার্‌রাত্ হুমুল হায়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-ওয়া যাক্‌কির বিহী~আন্ তুব্‌সালা

যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং যাদেরকে পার্থিব জীবনে ধোঁকায় ফেলেছে, এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন,

نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ

নাফসুম্ বিমা- কাসাবাত, লাইসা লাহা- মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়ালিয়্যুওঁ ওয়ালা- শাফী'য়, ওয়া ইন্ তা'দিল

যাতে নিজ কৃতকর্মের কারণে কেউ ফেঁসে না যায়, যখন আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কেউ তাদের বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং তারা যদি সব

كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ

কুল্লা 'আদলিল লা-ইউ'খায্ মিন্‌হা-; উলা—ইকাল্ লাযীনা উব্‌সিলূ বিমা- কাসাবূ, লাহুম শারা-বুম্

কিছুও বিনিময় প্রদান করে তা গ্রহণ করা হবে না। তারা তাদের কৃতকর্মের দরুন ফেঁসে গেছে। কুফরী করার কারণে, তাদের

৮ ع ১৪ রুকূ

مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ٧١ قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

মিন্ হামীমিঁও ওয়া 'আযা-বুন্ আলীমুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূন। ৭১। কুল্ আনাদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি

পান করার জন্য রয়েছে তীব্র গরম পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৭১) আপনি বলুন, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকব

مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي

মা-লা- ইয়ান্‌ফা'উনা- ওয়ালা- ইয়াদ্বুর্‌রুনা- ওয়া নুরাদ্দু 'আলা~আ'ক্বা-বিনা- বা'দা ইয্ হাদা-নাল্লা-হু কাল্‌লাযিস্

যে আমাদেরকে কোন উপকার বা অপকার করতে পারবে না ? এবং আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টো ফিরে যাব সে ব্যক্তির ন্যায়,

اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۠ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى

তাহ্‌ওয়াত্‌হুশ্ শাইয়া-ত্বীনু ফিল আর্‌দ্বি হাইরা-ন, লাহূ~আস্‌হা-বুই ইয়াদ্'উনাহূ~ইলাল

যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে দিশেহারা করে দিয়েছে? অথচ তার কিছু সাথী আছে যারা তাকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করে বলে,

الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ

হুদা'তিনা-; কুল ইন্না হুদাল্লা-হি হুওয়াল হুদা-; ওয়া উমির্না- লিনুস্লিমা লিরাব্বিল

এস আমাদের দিকে। আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি, জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করার

الْعٰلَمِينَ ﴿٧٢﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٣﴾ وَهُوَ

'আ-লামীন। ৭২। ওয়া আন্ আক্বীমুস্ স্বালা-তা ওয়াত্তাকুহ; ওয়া হুওয়াল্লাযী~ইলাইহি তুহ্শারূন। ৭৩। ওয়া হুওয়া

জন্য, (৭২) এবং সালাত কায়েম করতে এবং তাঁকে ভয় করতে। তিনিই সে মহান আল্লাহ যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৭৩) এবং

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ

ল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা বিলহ্বাক্কৃ; ওয়া ইয়াওমা ইয়াকূলু কুন্ ফাইয়াকূন; ক্বাওলুহুল

তিনিই যথাবিধি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন (যে) হয়ে যাও, অমনি হয়ে যাবে। তার কথাই

الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ ۚ وَهُوَ

হ্বাক্কৃ; ওয়া লাহুল্ মুল্কু ইয়াওমা ইউন্ফাখু ফিস্ব স্বূর; 'আ-লিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাহ; ওয়া হুওয়াল্

সত্য; যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হবে এবং তিনি অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয় সবকিছু জানেন এবং তিনি

তিন চতুর্থাংশ

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ

হ্বাকীমুল খাবীর। ৭৪। ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি আ-যারা আতাত্তাখিযু আস্বনা-মান আ-লিহাহ;

প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা আযরকে বললেন, 'আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা'বুদ হিসেবে স্বীকার করেন?

إِنِّي أَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ

ইন্নী~আরা-কা ওয়া ক্বাওমাকা ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৭৫। ওয়া কাযা-লিকা নুরী~ইব্রা-হীমা মালাকূতাস্

আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই দেখছি।' (৭৫) এমনিভাবে ইব্রাহীমকে আসমান ও

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্বি ওয়া লিয়াকূনা মিনাল মূক্বিনীন। ৭৬। ফালাম্মা- জান্না 'আলাইহিল্ লাইলু

যমীনের সৃষ্টি রহস্য দেখাই, আর যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৭৬) যখন রাতের অন্ধকার তাঁর উপর ছেয়ে গেল,

رَأٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأٰفِلِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَ

রাআ- কাওকাবা-, ক্বা-লা হা-যা- রাব্বী, ফালাম্মা~আফালা ক্বা-লা লা~উহ্বিব্বুল আ-ফিলীন। ৭৭। ফালাম্মা-রাআল

তখন সে একটি তারা দেখে বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন সেটা অস্ত গেল তখন তিনি বললেন, আমি অস্তগামীদের পছন্দ করি না। (৭৭) অতঃপর যখন

الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي

ক্বামারা বা-যিগান্ ক্বা-লা হা-যা- রাব্বী, ফালাম্মা~আফালা ক্বা-লা লাইল্ লাম ইয়াহ্দিনী রাব্বী

চন্দ্রকে ঝলমল অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক! অতঃপর যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না

لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٨﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ

লাআকূনান্না মিনাল্ ক্বাওমিদ্ব দ্বা—ল্লীন। ৭৮। ফালাম্মা- রাআশ্ শাম্‌সা বা-যিগাতান্ ক্বা-লা হা-যা- রাব্বী

করেন তবে আমি অবশ্যই পথহারা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে চমকানো অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক।

هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٩﴾ اِنِّىْ

হা-যা~আক্‌বার, ফালাম্মা~আফালাত্ ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি ইন্নী বারী—উম্ মিম্মা- তুশ্‌রিকূন। ৭৯। ইন্নী

এটা সবচেয়ে বড়। অনন্তর যখন সেটাও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে শরীক করো তার থেকে আমি মুক্ত। (৭৯) নিশ্চয়

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ

ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্ লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা~আনা মিনাল

আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমন্ডল তাঁর দিকে ফিরিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ

মুশ্‌রিকীন। ৮০। ওয়াহা—জ্জাহূ ক্বাওমুহ ; ক্বা-লা আতুহা—জ্জূ—ন্নী ফিল্লা-হি ওয়াক্বাদ্ হাদা-ন ;

নই। (৮০) এবং তাঁর কওম তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ

ওয়ালা~আখা-ফু মা- তুশ্‌রিকূনা বিহী~ইল্লা~আঁই ইয়াশা—আ রাব্বী শাইআ-; ওয়া সি'আ রাব্বী কুল্লা শাইয়িন 'ইল্‌মা-;

আর তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক কর তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান তা ভিন্ন কথা। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানের

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨١﴾ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ

আফালা- তাতাযাক্‌কারূন। ৮১। ওয়া কাইফা আখা-ফু মা~আশ্‌রাক্‌তুম ওয়ালা- তাখা-ফূনা আন্নাকুম আশ্‌রাক্‌তুম

আয়ত্তে। তবুও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৮১) তোমরা যাদেরকে শরীক করো তাদেরকে আমি কিভাবে ভয় করবো? অথচ

بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ

বিল্লা-হি মা-লাম ইউনায্‌যিল বিহী 'আলাইকুম সুল্‌ত্বা-না- ; ফাআইয়্যুল ফারীক্বাইনি আহাক্কু বিল্ আম্‌ন,

তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় করছ না, যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নি। সুতরাং এ দু'দলের মধ্যে নিরাপত্তা

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ

ইন কুন্‌তুম তা'লামূন। ৮২। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া লাম ইয়ালবিসূ~ঈমা-নাহুম্ বিযুলমিন উলা—ইকা

লাভের অধিক হকদার কে? (বল) যদি তোমরা জান। (৮২) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নি, তাদের জন্যই

✪ টীকা (আঃ ৮১) ঃ মুশরিকরা দেবতাদের ভয় দেখালে ইবরাহীম (আ) বললেন, এরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে আমি ভয় করি না। কেননা, এদের কোন ক্ষমতাই নেই। কোন কোনটির কিছু কিছু ক্ষমতা থাকলেও তা নিজস্ব নয়, বরং খোদার দেয়া। হ্যাঁ, তবে যদি আমার প্রভুই কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তা তো হয়েই যাবে। এতে তো তোমাদের বাতেল মা'বুদের ক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। অতএব, তাদেরকে ভয় করার আবশ্যকতাও নেই। বরং দু' কারণে তোমাদেরই তো ভীত হওয়া উচিত। প্রথমতঃ ভয়ের প্রধান কারণ, তোমরা শিরক করেছ। এর জন্য ভীষণ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তোমরা জানতে পেরেছ যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম। মোটকথা, ভয় করা উচিত ছিল তোমাদের। তা না করে উল্টা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। (বঃ কোঃ) ✪ بظلم - এস্থলে জুলুমের অর্থ, শিরক। (কুঃ কারীম)

لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ

লাহুমুল আম্নু ওয়া হুম্ মুহ্তাদূন। ৮৩। ওয়া তিল্কা হুজ্জাতুনা~আ-তাইনা-হা~ইব্রা-হীমা 'আলা- ক্বাওমিহ ;

নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (৮৩) আর এটাই আমার দলীল- প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় দিয়েছিলাম।

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

নারফা'উ দারাজা-তিম্ মান্ নাশা—উ ; ইন্না রাব্বাকা হাকীমুন 'আলীম। ৮৪। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ~ইসহা-ক্বা

আমি যাকে চাই তাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে উঠাই। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহা বিজ্ঞানময় ও মহাজ্ঞানী। (৮৪) আর আমি তাঁকে দান করেছিলাম ইসহাক

وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ

ওয়া ইয়া'কূব ; কুল্লান হাদাইনা, ওয়া নূহান্ হাদাইনা- মিন্ ক্বাবলু ওয়া মিন্ যুররিইয়্যাতিহী দা-উদা ওয়া সুলাইমা-না

ও ইয়াকূবকে এবং তাদের প্রত্যেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং নূহকেও আমি সঠিক পথ দিয়েছিলাম (তাঁর) পূর্বে এবং তাঁর বংশধরগণের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান,

وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

ওয়া আইয়্যূবা ওয়া ইউসুফা ওয়া মূসা- ওয়া হা-রূন ; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্যিল মুহ্সিনীন।

আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও এবং এভাবে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি পূণ্যবানদেরকে।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ

৮৫। ওয়া যাকারিইয়্যা- ওয়া ইয়াহ্ইয়া- ওয়া 'ঈসা-ওয়া ইল্ইয়া-স ; কুল্লুম মিনাস্ স্বা-লিহীন। ৮৬। ওয়া ইস্মা-'ঈলা

(৮৫) এবং (সৎপথ প্রদর্শন করেছিলাম) যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও। তাঁরা সকলেই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৮৬) এবং

وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ

ওয়াল ইয়াসা'আ ওয়া ইউনুসা ওয়া লূত্বা- ; ওয়া কুল্লান্ ফাদ্দ্বাল্না- 'আলাল্ 'আ-লামীন। ৮৭। ওয়া মিন আ-বা—ইহিম

(সৎপথ প্রদর্শন করেছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমি মর্যাদা দিয়েছি বিশ্বজগতের উপর। (৮৭) এবং তাঁদের পিতৃপুরুষ ও তাঁদের

وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

ওয়া যুররিইইয়া-তিহিম ওয়া ইখ্ওয়া-নিহিম, ওয়াজ্তাবাইনা-হুম ওয়া হাদাইনা-হুম ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম।

বংশধর এবং তাদের ভাইদের থেকেও কতককে, আর আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি।

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم

৮৮। যা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্দী বিহী মাই ইয়াশা—উ মিন 'ইবা-দিহ ; ওয়া লাও আশ্রাকূ লাহ্বিত্বা 'আনহুম

(৮৮) এটাই আল্লাহর হিদায়াত, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা সৎপথ প্রদর্শন করেন। আর তারাও যদি শিরক করতো;

مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ

মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ৮৯। উলা—ইকাল্ লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল কিতা-বা ওয়াল হুক্মা ওয়ান্ নুবুওয়্যাতা,

তবে তাদের আমলও বাতিল হয়ে যেত। (৮৯) তারা এমন ছিলেন যে, যাদেরকে আমি কিতাব, শরয়ী জ্ঞান এবং নবুওয়াত দান করেছি।

فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَٰفِرِينَ ﴿٩٠﴾ أُولَٰٓئِكَ

ফাইঁইয়াক্ফুর বিহা- হা~উলা—ই ফাক্বাদ্ ওয়াক্কালনা- বিহা- ক্বাওমাল্ লাইস্ বিহা- বিকা-ফিরীন। ৯০। উলা—ইকাল্

সুতরাং তারা যদি এগুলো প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমি এজন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করে রেখেছি যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে না। (৯০) এরা হচ্ছেন তাঁরা যাদেরকে

ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ

লাযীনা হাদাল্লা-হু ফাবিহুদা-হুমুক্ব তাদিহ ; কুল্লা~আস্আলুকুম 'আলাইহি আজ্রা-; ইন্

আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আপনিও তাদেরই পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন, এজন্য আমি তোমাদের থেকে কোন বিনিময় চাই

১০ ع ১৬ রুকূ

هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٩١﴾ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

হুওয়া ইল্লা- যিক্রালিল 'আ-লামীন। ৯১। ওয়া মা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্ক্বা ক্বাদ্রিহী~ইয্ ক্বা-লূ মা~আন্যালাল্লা-হু

না। এ (কুরআন) তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। (৯১) আর তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি, যখন তারা এরূপ বলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর

عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا

'আলা- বাশারিম মিন্ শাইয় ; কুল্ মান্ আন্যালাল্ কিতা-বাল্ লাযী জ্বা—আ বিহী মূসা- নূরাওঁ

কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। আপনি বলুন, কে অবতীর্ণ করেছেন সে কিতাবটি, যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন? যা ছিল মানুষের জন্য নূর

وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ

ওয়া হুদাল্ লিন্না-সি তাজ্'আলূনাহূ ক্বারা-ত্বীসা তুব্দূনাহা- ওয়া তুখ্ফূনা কাছীরা-,

ও হিদায়াত। যা তোমরা বিভিন্ন কাগজে লিখে তার কিছু প্রকাশ করে থাক এবং অনেকগুলোই গোপন রাখ এবং তোমাদেরকে এমন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে

وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ

ওয়া 'উল্লিমতুম্ মা-লাম তা'লামূ~আন্তুম ওয়ালা~আ-বা—উকুম; কুলিল্লা-হু ছুম্মা যারহুম ফী খাওদ্বিহিম

যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষগণও জানতে না। বলুন, একমাত্র আল্লাহই (অবতীর্ণ করেছেন)। অতঃপর তাদেরকে তাদের অনর্থক আলোচনায় লিপ্ত

يَلْعَبُونَ ﴿٩٢﴾ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

ইয়াল্'আবূন। ৯২। ওয়া হা-যা- কিতা-বুন আন্যাল্না-হু মুবা-রাকুম্ মুস্বাদ্দিকুল্ লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ওয়ালি তুন্যিরা

থাকতে ছেড়ে দিন। (৯২) আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা কল্যাণময় এবং তার পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। যাতে আপনি সতর্ক করেন

أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ

উম্মাল ক্বুরা- ওয়া মান্ হাওলাহা-; ওয়াল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল আ-খিরাতি ইউ'মিনূনা বিহী ওয়া হুম

মক্কাবাসী এবং তার আশেপাশের লোকদেরকে। আর যারা পরকালের বিশ্বাস রাখে তারাই এর উপর ঈমান আনে এবং তারা

عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ

'আলা- স্বালা-তিহিম ইউহ্বা-ফিযূন। ৯৩। ওয়া মান্ আয্বলামু মিম্ মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও ক্বা-লা

তাদের সালাতের সংরক্ষণ করে। (৯৩) আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হবে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা বলে যে,

اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ط

উহ্য়িয়া ইলাইয়্যা ওয়া লাম্ ইউহা ইলাইহি শাইয়ুঁও ওয়া মান্ ক্বা-লা সাউন্‌যিলু মিছ্‌লা মা~আন্‌যালাল্লা-হ ;
আমার প্রতি ওহী আসে। অথচ তার প্রতি কোন প্রকার ওহী আসে না, আর যে বলে, আল্লাহ যেরূপ অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রূপ অতিশীঘ্রই অবতীর্ণ করব।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج

ওয়া লাও তারা~ইযিয্ য়া-লিমূনা ফী গামারা-তিল মাওতি ওয়াল্ মালা—ইকাতু বা-সিতূ~আইদীহিম,
আর যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন এ অত্যাচারীগণ মৃত্যুর কঠিন কষ্টে থাকবে এবং ফিরিশতাগণ স্বীয় হাত বাড়িয়ে দিয়ে,

اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আখ্‌রিজূ~আন্‌ফুসাকুম ; আল ইয়াওমা তুজ্‌যাওনা 'আযা-বাল হূনি বিমা- কুন্‌তুম তাকূলূনা 'আলাল্লা-হি
বলবেন, তোমাদের নিজ প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলতে

غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ

গাইরাল হাক্কি ওয়া কুন্‌তুম 'আন আ-ইয়া-তিহী তাস্‌তাকবিরূন। ৯৪। ওয়া লাক্বাদ জি'তুমূনা-ফুরা-দা- কামা- খালাক্বনা-কুম
এবং তাঁর আয়াত সম্পর্কে অহমিকা প্রকাশ করতে। (৯৪) তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম।

اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ج وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ

আওয়ালা মার্‌রাতিওঁ ওয়া তারাকতুম্ মা-খাওয়্যাল্‌না-কুম ওয়ারা—আ যুহূরিকুম, ওয়া মা- নারা-মা'আকুম শুফা'আ—আকুমুল্
আর তোমাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে রেখে এসেছ। আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না,

الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ

লাযীনা যা'আম্‌তুম আন্নাহুম ফীকুম শুরাকা—উ ; লাক্বাদ্ তাক্বাত্ত্বা'আ বাইনাকুম ওয়া দ্বাল্লা 'আন্‌কুম
যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে শরীক। অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যে ধারণা

مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ১১ ع ৪ ১৭ রুকূ

মা- কুন্‌তুম তায'উমূন। ৯৫। ইন্নাল্লা-হা ফা-লিকুল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া-; ইউখ্‌রিজুল হাইয়্যা মিনাল
করছিলে তা তোমাদের থেকে দূর হয়ে গেছে। (৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ শস্য ও বীজগুলোকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরে পরিণতকারী (সৃষ্টিকারী)। তিনিই

الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

মাইয়্যিতি ওয়া মুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতি মিনাল্ হাইয়্য ; যা-লিকুমুল্লা-হু ফাআন্না- তু'ফাকূন।
প্রাণময়কে প্রাণহীন হতে বের করেন এবং প্রাণহীনকে প্রাণময় থেকে বের করেন। তিনিই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

﴿٩٦﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذٰلِكَ

৯৬। ফা-লিকুল ইস্‌বা-হ্, ওয়া জা'আলাল্ লাইলা সাকানাওঁ ওয়াশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা হুস্‌বা-না-; যা-লিকা
(৯৬) তিনিই প্রভাতের আবির্ভাব ঘটান এবং রাতকে বানিয়েছেন প্রশান্তির জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্র (বানিয়েছেন) গণনার জন্য। এসব

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي

তাক্বদীরুল 'আযীযিল 'আলীম। ৯৭। ওয়া হুওয়াল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুন্ নুজুমা লিতাহ্তাদূ বিহা- ফী
পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত। (৯৭) আর তিনিই এমন যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্রগুলো– যাতে তা দ্বারা তোমরা অন্ধকারে স্থল ও

ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ

যুলুমা-তিল বার্‌রি ওয়াল্ বাহ্‌র ; ক্বাদ্ ফাস্‌স্বালনাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ৯৮। ওয়া হুওয়াল্‌লাযী~
সমুদ্রের পথ ঠিক করতে পার। নিশ্চয় আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। (৯৮) আর তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে

اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

আন্‌শাআকুম্ মিন্ নাফসিওঁ ওয়া-হিদাতিন্ ফামুস্‌তাক্বাররুওঁ ওয়া মুস্‌তাওদা'য় ; ক্বাদ ফাস্‌স্বালনাল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ
একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা রয়েছে। নিশ্চয় আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি অনুভূতিশীল

يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

ইয়াফ্‌ক্বাহূন। ৯৯। ওয়া হুওয়াল্‌লাযী~আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আ, ফাআখ্‌রাজ্বনা- বিহী নাবা-তা কুল্লি শাইয়িন্
সম্প্রদায়ের জন্য। (৯৯) আর তিনিই (আল্লাহ) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অনন্তর আমি এর মাধ্যমে সব ধরনের উদ্ভিদ উদ্গত করি।

فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا

ফাআখ্‌রাজ্বনা- মিন্‌হু খাদ্বিরান্ নুখ্‌রিজু মিন্‌হু হাব্বাম্ মুতারা-কিবা- ; ওয়া মিনান্ নাখ্‌লি মিন্ ত্বাল'ইহা-
এরপর আমি তার থেকে উদগত করি সবুজ পাতা, পরে তা থেকে উৎপন্ন করি বিন্যস্ত শস্য দানা এবং আমি খেজুর গাছের মাথি হতে

قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ

ক্বিন্‌ওয়া-নুন্ দা-নিয়াতুওঁ ওয়া জ্বান্না-তিম্ মিন আ'না-বিওঁ ওয়ায্‌যাইতূনা ওয়ার্ রুম্মা-না মুশ্‌তাবিহাওঁ ওয়া গাইরা
বের করি ঝুলন্ত গুচ্ছ এবং (উৎপন্ন করি) আংগুরের বাগান এবং যায়তুন ও আনারও, যা (রং ও আকারে) একে অন্যের সদৃশ এবং

مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

মুতাশা-বিহ ; উন্‌যুরূ~ইলা- ছামারিহী~ইযা~আছ্‌মারা ওয়া ইয়ান্'ইহ ; ইন্না ফী যা-লিকুম লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিইঁ
বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর, তার (গাছের) ফলের প্রতি, যখন ফল ধরে ও পাকে। নিশ্চয় নিদর্শন রয়েছে এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের

✪ **টীকা (আঃ ৯৭)** ঃ অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি সর্বব্যাপী ক্ষমতাবান মহান সত্তার নির্ধারণ। কাজেই তিনি তাদেরকে এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং তিনি মহাজ্ঞানী। সুতরাং তিনি এ ধরনের গতির উপকারিতা ও রহস্য অবগত আছেন। তাই তাদের গতির এই নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (বঃ কোঃ) ✪ **টীকা (আঃ ৯৭)** ঃ তিনটি উদ্দেশ্যে তারকারাজিকে অবলম্বন করা যায় (ক) আসমানের সৌন্দর্য স্বরূপ, (খ) শয়তানের জন্য ঢিল স্বরূপ, (গ) পথের দিশারীস্বরূপ। (বঃ কোঃ)

✪ **টীকা (আঃ ৯৮)** ঃ 'মারফূ' হাদীছে আছে, আল্লাহ আদমকে নিজের সামনে দাঁড় করে তাঁর বাম বাহুর উপর আঘাত করলেন। তাতে তার ঔরষ হতে সন্তান বের হয়ে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ভরে গেল। (ফতহুল বয়ান)

✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৯৮)** ঃ فمستقر و مستودع...... ঃ (দীর্ঘ ও ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা) এ আয়াতাংশের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ ঃ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস প্রমূখ বলেন, مستقر অর্থ মায়ের গর্ভ, مستودع অর্থ পিতার ঔরস। ইবনে মাসউদ থেকে আর এক বর্ণনায় مستقر অর্থ ইহকালীন জীবন, مستودع অর্থ পরকালীন জীবন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنٰتٍ

ইউ'মিনূন। ১০০। ওয়া জ্বা'আলূ লিল্লা-হি শুরাকা—আল জ্বিন্না ওয়া খালাক্বাহুম ওয়া খারাক্বূ লাহূ বানীনা ওয়া বানা-তিম্

জন্য। (১০০) আর লোকেরা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক (মনোনীত) করে। অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁর

بِغَيْرِ عِلْمٍ ط سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠١﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط ১২ ع ৬ ১৮ রুকূ

বিগাইরি 'ইল্ম ; সুব্হা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন। ১০১। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব ;

জন্য পুত্র ও কন্যা স্থির করে নিয়েছে। তারা যা বলে তা হতে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। (১০১) তিনিই আসমান ও যমীনের (বিনা নমুনায়) সৃষ্টিকারী।

أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج وَهُوَ بِكُلِّ

আন্না- ইয়াকূনু লাহূ ওয়ালাদুওঁ ওয়ালাম তাকুল্ লাহূ স্বা-হিবাহ, ওয়া খালাক্বা কুল্লা শাইয়, ওয়া হুওয়া বিকুল্লি

তাঁর জন্য সন্তান হওয়া কিভাবে সম্ভব? অথচ তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই এবং তিনি তা সৃষ্টি করেছেন সব কিছু এবং তিনি

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ج

শাইয়িন 'আলীম। ১০২। যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়, খা-লিকু কুল্লি শাইয়িন ফা'বুদূহ,

সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১০২) তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٣﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ج وَهُوَ

ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়াকীল। ১০৩। লা- তুদ্রিকুহুল আব্স্বা-রু ওয়া হুওয়া ইউদ্রিকুল আব্স্বা-র, ওয়াহুওয়াল্

ইবাদাত কর। তিনি সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক। (১০৩) তাঁকে তো দৃষ্টিশক্তি আয়ত্বে আনতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁরই আয়ত্বে। তিনি অতিসূক্ষ্মদর্শী,

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ج فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ج

লাত্বীফুল খাবীর। ১০৪। ক্বাদ জ্বা—আকুম্ বাস্বা—ইরু মির্ রাব্বিকুম ; ফামান্ আব্স্বারা ফালি নাফসিহ্,

সর্বজ্ঞ। (১০৪) (বলুন) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে। অতএব যে তা লক্ষ্য করবে তা তার নিজের জন্য

وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٥﴾ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

ওয়া মান্ 'আমিয়া ফা'আলাইহা- ; ওয়া মা~আনা 'আলাইকুম্ বিহ্বাফীয। ১০৫। ওয়া কাযা-লিকা নুস্বাররিফুল আ-ইয়া-তি

(উপকারে আসবে)। আর যে লক্ষ্য করবে না সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (১০৫) এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।

وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾ اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ج

ওয়া লিইয়াকূলূ দারাস্তা ওয়া লিনুবাইয়্যিনাহূ লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন। ১০৬। ইত্তাবি' মা~উহ্যিয়া ইলাইকা মির্ রাব্বিক,

ফলে তারা বলে, আপনি পূর্বেই এটা পড়ে নিয়েছন। কিন্তু তা আমি জ্ঞানীদের জন্য সম্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারি। (১০৬) আপনি স্বয়ং ঐ পথের অনুসরণ করতে থাকুন, আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে

✪ টীকা (আঃ ১০১) ঃ এই আয়াতে শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্যকে ও জ্বীনকে এবাদতে শরীক করত। আল্লাহ্ তাদের এই কুফর ও শিরক হতে বহু উর্ধ্বে। কেউ যদি বলে যে, কাফিররা তো জ্বিনকে পূজা করে নি, তারা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের পূজা করত। এর উত্তরে বলা হবে যে, জ্বীন জাতি তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিত বলেই তারা নবী ও ওলীদের পূজা করত। সুতরাং জ্বিনের পূজাই করা হল। (ইঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১০৬) ঃ অর্থাৎ, কোরআন নাযিল করার উপকারিতা তিনটি। (ক) আপনি তবলীগের সওয়াব পাবেন, (খ) প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর সমধিক অপরাধ সাব্যস্ত হয়। (গ) বুদ্ধিমান ও সত্যান্বেষীদের জন্য সত্য প্রকাশিত হয়ে যায়। অতএব, কে মানল, কে মানল না, আপনি সে দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٧﴾ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ

লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয় ; ওয়া আ'রিদ্ব 'আনিল মুশরিকীন। ১০৭। ওয়া লাও শা—আল্লা-হু মা~আশ্‌রাকূ ; ওয়ামা-জ্বা'আলনা-কা
প্রদত্ত ওহীর অনুসরণ করুন। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চলুন। (১০৭) আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করতো না।

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن

'আলাইহিম হ্বাফীম্বা-, ওয়ামা~আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিওয়াকীল। ১০৮। ওয়ালা-তাসুব্বুল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্
আর আমি আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করি নি। আর আপনি তাদের ব্যবস্থাপকও নন। (১০৮) আর তোমরা তাদেরকে মন্দ বলোনা, যাদেরকে তারা ডাকে

دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

দূনিল্লা-হি ফাইয়াসুব্বুল্লা-হা 'আদ্‌ওয়াম্ বিগাইরি 'ইল্‌ম ; কাযা-লিকা যাইয়্যান্না- লিকুল্লি উম্মাতিন্ 'আমালাহুম,
আল্লাহকে ছেড়ে। তারা জ্ঞান না থাকার কারণে সীমালংঘন করে আল্লাহকেও মন্দ বলবে। এভাবে আমি প্রত্যেক দলের কাছেই তাদের কাজগুলো আনন্দদায়ক করে

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ

ছুম্মা ইলা- রাব্বিহিম মারজ্বি'উহুম ফাইউনাব্বিউহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১০৯। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি
রেখেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। (১০৯) এবং তারা আল্লাহর

جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْءَايَٰتُ عِندَ اللَّهِ

জ্বাহ্‌দা আইমা-নিহিম লাইন্ জ্বা—আত্‌হুম আ-ইয়াতুল্ লাইউ'মিনুন্না বিহা-; ক্বুল ইন্নামাল আ-ইয়া-তু 'ইনদাল্লা-হি
নামে দৃঢ় শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তবে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে। আপনি বলুন, নিদর্শন তো সবই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে।

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ

ওয়া মা- ইউশ্'ইরুকুম আন্নাহা~ইযা-জ্বা—আত্ লা-ইউ'মিনূন। ১১০। ওয়া নুক্বাল্লিবু আফ্‌ইদাতাহুম ওয়া আব্‌স্বা-রাহুম
তোমাদেরকে একথা কিভাবে বুঝানো যাবে যে, যদি তাদের কাছে (নিদর্শন) আসেও তবুও তারা ঈমান আনবে না? (১১০) আর আমি তাদের

১৩ ১৯ রুকু كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ ع

কামা- লাম ইউ'মিনূ বিহী~আওওয়ালা মার্‌রাতিওঁ ওয়া নাযারুহুম ফী তুগ্‌ইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন।
অন্তর এবং চক্ষুকে পরিবর্তন করে দিব, যেরূপ তারা প্রথমবারেও তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় হতবাক অবস্থায় ছেড়ে দিব।

✪ শানে নুযূল (আঃ ১০৮) ঃ রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমানগণ কাফিরদের সম্মুখে তাদের দেবতাকে গালি দিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যারা গালির যোগ্য তাদেরকেও গালি দিও না। অন্যথায় যিনি গালির যোগ্য নয়, এরা তাঁকেও গালি দিবে। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১০৯) ঃ ইবনে জারীর (র) বর্ণনা করেন, একবার কুরাইশ সরদাররা রাসূল (স) এর কাছে এসে দাবী উত্থাপন করে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত করে আমাদের মু'জিযা দেখাতে পারেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। রাসূল (স) তাদের থেকে শপথ নেন যে, তিনি এই মু'জিযা দেখালে তারা মুসলমান হয়ে যাবে। এরপর রাসূল (স) যখন দুআ করার জন্য দাঁড়ান, তখন জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, আপনি চাইলে সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু এরপর যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আল্লাহ তাআলা সকলকে ধ্বংস করে দেবেন। রাহমাতুল্লিল আলামীন (স) তখন তাদেরকে বলেন, আমি এখন এই মুজিযার জন্য দুআ করতে চাইনা। তোমরা চলে যাও। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (মাঃ কুঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১০) ঃ কাফিররা বলল, হে মোহাম্মদ (সা)! তুমি বলে থাক, মূসা লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করলে বারটি ঝরণা প্রবাহিত হত। ঈসা ফুঁক দিয়ে মুর্দাকে যিন্দা করতেন। তুমিও অনুরূপ কোন মু'জেযা দেখালে আমরা ঈমান আনব। হুযূর বললেন, কি মু'জেযা চাও? তারা বলল, ছাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত কর। হুযূর বললেন, তা হলে ঈমান আনবে তো? তারা কসম করে প্রতিশ্রুতি দিল। হুযূর (সা) দো'আ করতে উদ্যত হলে, জিবরায়ীল (আ) বললেন, এই মু'জেযা না মানলে তারা সমূলে ধ্বংস হবে। (মুঃ কোঃ)